গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের আদেশে

পাঠশালার ব্যবহারার্থ

রাজশ্রী রামমোহন রায়কৃত গ্রন্থের সংক্ষেপ

সংগৃহীত।

মুজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৪৭।

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
বর্ণবিধান	১	৬
বর্ণোচ্চারণ স্থান	২	১
পদবিবর।	৪	১
বিশেষ্য পদের বিভাগ	৪	১০
বিশেষণ পদের বিভাগ	৫	৬
নামের রূপবিবরণ	৭	৭
নামের বচন ও রূপ	১০	৯
কর্ত্তৃপদের রূপ	১২	১৫
কর্ম্মপদের রূপ	১৩	৮
অধিকরণ পদের রূপ	১৪	১
সম্বন্ধ পদের রূপ	১৪	১৪
রূপের বিশেষ বিবেচনা	১৫	৮
লিঙ্গবিষয়	১৬	১২
নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ	১৮	১০
তদ্ধিত	১৯	৯

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
বর্ণবিধান	১	৬
বর্ণোচ্চারণ স্থান	২	১
পদবিবরণ।	৪	১
বিশেষ্য পদের বিভাগ	৪	১০
বিশেষণ পদের বিভাগ	৫	৬
নামের রূপবিবরণ	৭	৭
নামের বচন ও রূপ	১০	৭
কর্ত্তৃপদের রূপ	১২	১৫
কর্ম্মপদের রূপ	১৩	৮
অধিকরণ পদের রূপ	১৪	১
সম্বন্ধ পদের রূপ	১৪	১৪
রূপের বিশেষ বিবেচনা	১৫	৮
লিঙ্গবিষয়	১৬	১২
নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ	১৮	১০
তদ্ধিত	১৯	১

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
অতীতকাল	৫৮	৬
ভবিষ্যৎকাল	৫৮	৯
সংযোজনপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৫৮	১২
অতীত কাল	৫৮	১৬
নিয়োজনপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৫৯	১
ভবিষ্যৎকাল	৫৯	৪
সংযাচনপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৫৯	৬
ভবিষ্যৎকাল	৫৯	৯
তুম্	৫৯	১১
কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান	৫৯	১৩
ক্তাচ্	৫৯	১৫
সম্ভাব্যক্রিয়া	৫৯	১৭
যাওনক্রিয়া, নির্দ্ধারণপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৬০	১
অতীতকাল	৬০	১০
ভবিষ্যৎকাল	৬০	১৩
সংযোজনপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৬০	১৬
অতীতকাল	৬১	১
নিযোজনপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৬৪	১
ভবিষ্যৎকাল	৬১	৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
সংযাচনপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৬১	৯
ভবিষ্যৎকাল	৬১	১১
চতুম	৬১	১৩
কর্ত্তৃনিষ্ঠবর্ত্তমান	৬১	১৫
ক্ত্বাচ্	৬১	১৮
সম্ভাব্যক্রিয়া	৬১	২০
সংযোগক্রিয়া	৬২	৪
নির্ধারণপ্রকার, বর্ত্তমানকাল	৬২	১৭
অতীতকাল	৬৩	১
অভাবার্থ	৬৯	১৫
বর্ত্তমানকাল	৬৯	১৮
কর্ম্মণিবাচ্য	৭১	১১
নিযোজনপ্রকার, বর্ত্তমান	৭২	৮
ভবিষ্যৎ	৭২	৯
চতুম, কর্ত্তৃনিষ্ঠবর্ত্তমান	৭২	১০
ক্ত্বাচ্	৭২	১৬
সম্ভাব্যক্রিয়া	৭২	১৮
নিজন্ত	৭৪	১
প্রশ্নপ্রকরণ	৭৫	১

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
নিয়মের অতিক্রম	৭৫	১৯
ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মকবিশেষণ	৭৭	১৩
বিশেষণীয় বিশেষণ	৮২	১
সম্বন্ধীয়বিশেষণ	৮৫	১
সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ	৯২	১
অন্তর্ভাব বিশেষণ	৯৪	১
বাক্যরচনা	৯৬	১

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

প্রথমাধ্যায়।

বর্ণ বিধান।

ব্যাকরণ তাহাকে বলা যায় যাহার জ্ঞানদ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপি শুদ্ধি, অর্থাৎ যথা যোগ্যস্থানে পদ বিন্যাসের ক্ষমতা হয়।

ব্যাকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এক বর্ণ দ্বিতীয় পদ।

পদের অবয়বকে বর্ণ কহা যায়. সে বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও হল. যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই ষোড়শ বর্ণ স্বর হয়। কিন্তু ঌ ৡ ভিন্ন স্বর হল বর্ণ যুক্ত হইলে এই প্রকার সাঙ্কেতিক দেখা যায়।

ি ী ু ূ ৃ ৄ ে ৈ ো ৌ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। এই ৩৪ বর্ণ হল।

উভয়ের উচ্চারণ স্থান।

অ আ হ ক খ গ ঘ ঙ এই কয় অক্ষর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ য় এই কয় বর্ণের উচ্চারণ তালু হইতে, ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণ মূর্দ্ধ হইতে, ঌ ৡ ত থ দ ধ ন ল স এই কয় বর্ণ দন্ত হইতে উচ্চারিত হয় উ ঊ প ফ ব ভ ম এই কয় বর্ণের উচ্চারণ ওষ্ঠ হইতে হয়।

এ ঐ ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ তালু, ও ঔ ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ ওষ্ঠ, অন্তঃস্থ ব দন্ত ওষ্ঠ উভয় স্থান হইতে উচ্চারিত হয়।

গৌড়ীয় ভাষাতে বিশেষ এই যে ঙ সানুনাসিক উচ্চারিত হয় কিন্তু অন্য বর্ণের সংযোগে অনুস্বারের ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে যেমন লঙ্কা গঙ্গা ইত্যাদি। ঞ সানুনাসিক কিন্তু অন্য বর্ণযোগে নকার প্রায় উচ্চারণ হয় যেমন সঞ্চয় বঞ্চ ইত্যাদি। আর জকারের নীচে সংযুক্ত হইলে "গ্যঁ" ইহার ন্যায় উচ্চারণ হয় যেমন অজ্ঞ যজ্ঞ ইত্যাদি। ড ঢ যখন পদের মধ্যে কিম্বা পদের অন্তে থাকে তখন ড় ঢ় এরূপ উচ্চারণ হয় যেমন বিড়াল বড় আঢ়ক আষাঢ় ইত্যাদি কিন্তু পদের আদিতে অথবা হল বর্ণান্তর সংযুক্ত হইলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয় যেমন ডাক

ঢাল ওড় আঢ্য। য় পদের আদি থাকিলে জকারের ন্যায় উচ্চারণ হয় কিন্তু পদের মধ্যে অথবা অন্তে থাকিলে স্বাভাবিক উচ্চারণ রাখে বিশেষএই যে দ্বিত্ব হইলে "জ্য" ইহার ন্যায় উচ্চারণ হয় যেমন যমুনা ময়ূর বিষয় ন্যায্য। কিন্তু হকারে সংযুক্ত হইলে "ঝ্য" ইহার তুল্য উচ্চারণ হয় যেমন উহ্য। অন্ত্যস্থ ব ও বর্গীয় ব উভয়ের লিখনে ও উচ্চারণে প্রভেদ নাই কিন্তু যখন বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত হয় তখন অন্ত্যস্থ 'ব' কারের ন্যায় উচ্চারণ রাখে যেমন দ্বার, কিন্তু র, গ, ম, ইহার পরে সংযুক্ত হইলে বর্গীয় 'ব' কারের ন্যায় উচ্চারণ হয় যেমন বর্ব্বর সুগ্বান্ অম্বা। শ ষ স এই তিন বর্ণ গৌড়ীয় ভাষায় এক প্রকারে উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'শ' যখন র ঋ এই দুইয়ের প্রথমে সংযুক্ত হয় তখন দন্ত্যরূপে উচ্চারণ হয় যেমন শ্রদ্ধা শৃগাল। এবং স, ত থ ন র প ঋ ইহার প্রথমে সংযুক্ত হইলে আপনার দন্ত্য উচ্চারণ রাখিবেক যেমন স্তব স্থান স্নান স্রুক্ লিপ্সা সৃষ্টি। ক্ষ, ক ষ এই দুই বর্ণের যোগে হয় তথাপি "খ্য" ইহার ন্যায় উচ্চারণ রাখে।

গৌড়ীয় ভাষায় সংযুক্ত ও কোন২ বিশেষণ ভিন্ন অকারান্ত তাবৎ শব্দ হলন্তের ন্যায় উচ্চারণ করে যেমন ঘট্ শব্দ ছোট বড়।

পদ বিবরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১ প্রকরণ।

অর্থ বোধক শব্দকে পদ কহা যায়।

পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ রূপে দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। যে পদের অর্থ অন্য শব্দার্থের অধীন না হয় তাহাকে বিশেষ্য পদ কহা যায়, আর যাহার অর্থ অন্য শব্দার্থের অপেক্ষিত হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহি যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, বুদ্ধিমান্ দেবদত্ত ইত্যাদি স্থলে দেবদত্ত শব্দের অর্থ অনধীনরূপে প্রতীত হইতেছে, অতএব্ দেবদত্ত পদ বিশেষ্য আর যাইতেছেন ও বুদ্ধিমান্ শব্দের অর্থ দেবদত্তের অধীন হয় একারণ তাহারা বিশেষণ হয়।

বিশেষ্য অথবা নাম পদের বিভাগ।

বিশেষ্যপদ চারিপ্রকারে বিভক্ত হয় যথা, সাধারণ সংজ্ঞা, সামান্যসংজ্ঞা, ব্যক্তি সংজ্ঞা, প্রক্রিসংজ্ঞা।

এক জাতীয় সমূহ বাচক শব্দকে সাধারণ সংজ্ঞা কহা যায় যেমন মনুষ্যজাতি। নানাজাতীয় সমূহের বাচকশব্দকে

সামান্য সংজ্ঞা কহা যায় যেমন পশু বৃক্ষ। যে নাম ব্যক্তি অথবা বস্তুর প্রতি অসাধারণরূপে নির্ধারিত হয় তাহাকে ব্যক্তিসংজ্ঞা কহি যেমন দেবদত্ত, বারাণসী। প্রতিনিধি রূপে সর্ব্ব পদার্থের বাচক যে শব্দ তাহাকে প্রতি সংজ্ঞা কহা যায় যেমন সে, এ, তুমি, আমি, ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের বিভাগ।

গুণাত্মক, ক্রিয়াত্মক, ক্রিয়াপেক্ষক্রিয়াত্মক, বিশেষণীয় বিশেষণ, সংখ্যায়বিশেষণ, সমুচ্চায়ার্থবিশেষণ, অন্তর্ভাব বিশেষণ, এই সাত প্রকার বিশেষণ পদ বিভক্ত হয়। যে সকল বিশেষণ পদ কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে বস্তুর গুণ অথবা অবস্থাকে প্রতিপন্ন করে সে গুণাত্মক বিশেষণ হয় যেমন ভাল মন্দ জরা পীড়িত ইত্যাদি, এস্থলে কোন কাল বিশেষের প্রতীতি না হইয়া বস্তুর গুণ যে ভাল অথবা মন্দ ও জরা অথবা পীড়িত অবস্থা তাহা প্রতিপন্ন হইল। যাহারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কাল সম্বলিত অবস্থাকে বোধ করায় তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি যেমন আমি পাঠ করিয়াছি, করিব, করিতেছি এই উদাহরণে ভূতকালে বর্ত্তমানকালে ও ভবিষ্যৎকালে কর্ত্তা যে আমি আমার পাঠাবস্থার প্রতীতি হইতেছে। যে সকল বিশেষণ পদ ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল

সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহা যায় যেমন তিনি পাঠ করত বাহিরে গেলেন, এদৃষ্টান্তে কর্ত্তার পাঠ সমাপ্ত কালীন বাহির গমনাবস্থা বোধ হয় অথচ পাঠক্রিয়া, গমনক্রিয়ার কাল সাপেক্ষ ছিল। যে সকল বিশেষণ পদ ক্রিয়া কিম্বা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে সে সকল পদ বিশেষণীয় বিশেষণ হয় যেমন তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদু হন, এস্থলে যান ক্রিয়ার শীঘ্রতা ও গুণাত্মক বিশেষণ যে মৃদু তাহার আতিশয্য প্রতীত হইল। যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়ম মতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বোধ করায় সেই সকল শব্দকে সম্বন্ধার্থবিশেষণ কহি, যেমন সে নগর হইতে গেল এ বাক্যে ' হইতে ' শব্দ দ্বারা গেলেন এই ক্রিয়ার সহিত নগরের ও কর্ত্তার সম্বন্ধ বোধ হইল। যে সকল শব্দ বাক্য দুয়ের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায় অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয় কিন্তু কোন শব্দের রূপের বিপর্য্যয় করেনা সেই সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি যেমন তিনি আমাকে আসিতে চাহিলেন কিন্তু আমি স্বীকার করিলাম না। তুমি এবং আমি তথায় যাইব, এ উদাহরণে 'কিন্তু' শব্দদ্বারা বাক্যদ্বয়ের

পরস্পর সম্বন্ধ বোধ হইল আর 'এবং' শব্দদ্বারা যাইব ক্রিয়াতে তোমার ও আমার উভয়ের অন্বয়প্রতীতি হইল। যাহা অন্য শব্দের সংযোগ ব্যতিরেকেও অন্তঃকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহা যায় যেমন হা, আমি কি কর্ম্ম করিলাম এ স্থলে " হা " শব্দ দ্বারা অন্তঃকরণের খেদকে বুঝাইল।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

নামের রূপ বিবরণ।

ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধকে ও পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধকে যে বিশেষ ২ আকারের পরিণাম দ্বারা ব্যক্ত করাযায় তাহাকে নামের রূপ কহি যেমন রাম মারিতেছেন, রামের ঘর। কখনবা পদের ক্রমবিন্যাস দ্বারা পরিণাম বিনা রূপের উদ্বোধ করায়। যেমন বালক ঘর ভাঙ্গিলেক এস্থলে কর্তৃ পদ ও কর্ম্মপদ উভয়ের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই কিন্তু বালক পদের পূর্ব্ববিন্যাস ও ভাঙ্গিলেক এই ক্রিয়ার বালক কর্তৃক নিষ্পত্তি ইহার দ্বারা বালক পদ কর্ত্তা আর ঘর পদ ক্রিয়ার নৈকট্য ও ক্রিয়ার ব্যাপ্তি প্রযুক্ত কর্ম্ম হইল। কখন বা সম্বন্ধীয় বিশে-

অকে পরে আনিবার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন ঘর হইতে গেলেন।

পদের চারি প্রকার রূপের দ্বারা গৌড়ীয় ভাষাতে অর্থ সিদ্ধি হয় যথা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, সম্বন্ধ।

যাহার প্রাধান্যরূপে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় তাহাকে কর্ত্তা কহি যেমন দেবদত্ত আসনে বসিলেন, এবাক্যে বসিলেন ক্রিয়াতে দেবদত্তের প্রাধান্যরূপে অন্বয় হইল। কর্ম্ম তাহাকে বলা যায় যাহাতে কর্ত্তার ক্রিয়া সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্যাপ্ত হয় যেমন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে মারিলেন, তিনি দেবদত্তকে টাকা দিতেছেন। এই দুই বাক্যের প্রথম বাক্যে 'মারিলেন' এই ক্রিয়া যজ্ঞদত্তে সাক্ষাৎ ব্যাপ্ত হইল। আর দ্বিতীয় বাক্যে 'দিতেছেন' এই ক্রিয়া দেবদত্তে পরম্পরায় ও টাকাতে সাক্ষাৎ ব্যাপ্ত হইল। দান কহন ইত্যাদি ক্রিয়াতে গৌণ মুখ্য দুই প্রকার কর্ম্ম হইয়া থাকে যাহাতে পরম্পরায় ক্রিয়ার ব্যাপ্তি হয় তাহাকে গৌণ, যাহাতে সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে তাহাকে মুখ্য কর্ম্ম কহি যেমন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে এই কথা কহিলেন। যাহাতে ক্রিয়ার অবস্থিতি হয় তাহাকে অধিকরণ কহাযায় যেমন কলসীতে জল আছে তিনি ঘরে আছেন।

সম্বন্ধ তাহাকে বলা যায় যাহার দ্বারা এক নামের সহিত অন্য নামের অন্বয় হইয়া মিলিতার্থ বোধ করায় যেমন দেবদত্তের ঘর, এস্থলে দেবদত্ত নামের, ঘর এই নামের সহিত অন্বয় হইয়া দেবদত্ত সম্বন্ধীয় ঘর বোধ হইল।

যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় করণ কহেন কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে তদ্বোধের নিমিত্ত কর্তৃ পদের পরে "দ্বারা" কিম্বা "দিয়া" শব্দের প্রয়োগ করা যায় যেমন ছুরি দ্বারা অথবা দিয়া কাটিলেক, কখন সম্বন্ধ পরিণামের পরে "দ্বারা" শব্দ আসিয়া থাকে যেমন ছুরির দ্বারা কাটিলেক অতএব সংস্কৃতের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষায় করণ বোধের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্রূপ হয় না। যে বস্তু হইতে অন্য বস্তুর নিঃসরণাদি ক্রিয়া হয় তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় অপাদান কহিয়া থাকেন কিন্তু গৌড়ীয় ভাষায় উক্ত অপাদান যদি এক বচনান্ত হয় তবে তাহারপরে "হইতে" শব্দ প্রয়োগ হয় যেমন বৃক্ষ হইতে পড়িল, আর বহু বচনান্ত হইলে সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে "হইতে" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে যেমন মন্ত্রিদের হইতে এই কর্ম্ম হইল। অতএব গৌড়ীয় ভাষায় অপাদানে শব্দের রূপান্তর হয় না। যখন কোন বস্তুকে যাথার্থ্যমতে অথবা আরোপিতমতে অভিমুখ করিবার নিমিত্ত "হে" "ওং"

ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা যায় তখন কর্ত্তৃ পদের অবিকল রূপ থাকে যেমন হে মহাশয়, হে মহাশয়েরা কিন্তু যখন 'হে' 'ও' ইত্যাদি শব্দ ব্যতিরেকে অভিমুখ করা অভিপ্রেত হয় তখন সম্বোধ্যপদের অন্ত্যস্বর গুরু উচ্চারণ হইবেক যেমন মহাশয় অতএব গৌড়ীয় ভাষায় সম্বোধন বিষয়ে শব্দের পৃথক্ রূপ হয় না।

তৃতীয় প্রকরণ।

নামের বচন ও রূপ।

এক বস্তুর অথবা অনেক বস্তুর একাভিপ্রায়ে যে অবিকল শব্দের প্রয়োগ করা যায় তাহাকে এক বচন কহা যায়, যেমন মনুষ্য, জগৎ। শব্দ সকল যখন রূপান্তর হইয়া একাধিক বস্তুর বোধক হয় তখন তাহাকে বহুবচন কহা যায় এবং তাহার অন্তে অর্থাৎ কর্ত্তৃ পদে 'রা' ও কর্ম্ম পদে "দিগকে" অধিকরণে, 'দিগে' অথবা 'দিগেতে' সম্বন্ধ পদে 'দিগের' অথবা 'দের' এই কয় বিভক্তির প্রয়োগ হয় বিশেষ এই যে কর্ত্তৃপদে অকারান্ত শব্দের অকারস্থানে 'এ' ও হসন্ত শব্দের অন্তে 'এ' যোগ হয়, যেমন মনুষ্যেরা কিন্তু মনুষ্য শব্দের ও মনুষ্যের গুণবাচক শব্দের এই

প্রকার রূপান্তর হয় যেমন পণ্ডিত পণ্ডিতেরা। এতদ্ভিন্ন বস্তুবাচক শব্দমাত্রের পরে বহুবচনাভিপ্রায়ে রূপান্তর না হইয়া 'সকল' ইত্যাদি বহুত্ব বোধক শব্দের প্রয়োগ হয় যেমন পশু সকল। এবং বহুত্ব বাচক "সকল" ইত্যাদি শব্দের মনুষ্য জাতিতেও এইরূপ প্রয়োগ হয়; যেমন মনুষ্য সকল।

কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, সম্বন্ধ পদের রূপ।

কর্ত্তা পদে শব্দের অবিকলরূপ থাকে কিন্তু কখনং সকর্ম্মক ক্রিয়াতে, কদাচিৎ অকর্ম্মক ক্রিয়াতে অধিকরণ পদের আকার গ্রহণ করে যেমন লোকে কহে, ঘোড়ায় মারিলেক, লোকে বসে।

নামের পরে 'কে' সংযোগাধীন কর্ম্ম পদের বোধ হয় যথা গুরু শিষ্যকে শিক্ষাইতেছেন। বিশেষ এই যে যেসকল বস্তুর কেবল হ্রাস বৃদ্ধি আছে যেমন বৃক্ষাদি তাহার কর্ম্ম পদে 'কে' সংযোগ বিকল্পে হয় ও যাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই যেমন পুস্তকাদি তাহার কর্ম্ম পদে 'কে' সংযোগ থাকেনা যেমন বৃক্ষ অথবা বৃক্ষকে কাটিতেছে, পুস্তক পড়িতেছে। দান প্রভৃতি কতিপয় ক্রিয়াতে গৌণকর্ম্মেই 'কে' সংযোগ হয় যেমন রাম-শ্যামকে ঘোড়া দিলেন কিন্তু মুখ্যকর্ম্ম যদি মনুষ্য ও নিশ্চিতরূপে

জানাযায় তবে তাহাতে 'কে' সংযোগ বিকল্পে হইবেক যেমন আপন পুত্রকে অথবা পুত্র আমাকে দেও।

অধিকরণ পদকে জানাইবার নিমিত্ত অকারান্ত নামের অন্ত অকার স্থানে 'এ' অথবা 'এতে' আদেশ হয় যেমন ঘরে, ঘরেতে কিন্তু যেসকল নামের অন্তে 'আ' থাকে তাহার শেষে 'তে' 'য়' সংযোগ করা যায় যেমন মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়। আর যে সকল নামের অন্তে ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ থাকে তাহার শেষে 'তে' সংযোগ হয় যেমন ছুরিতে, বাটীতে, বস্তুতে, বধূতে, জটেতে ইত্যাদি। আর তকারান্ত শব্দের শেষে 'এ' সংযোগ সাধু প্রয়োগ হয় যেমন হাতে প্রভাতে।

সম্বন্ধপদে নাম যদি হলন্ত হয় তবে তদন্তে আর অকারান্ত হইলে তৎস্থানে 'এর' সংযোগ করা যায় যেমন ঘটের, দেবদত্তের। তদ্ভিন্ন নাম মাত্রে 'র' সংযোগ করা যায় যেমন রাজার নদীর ইত্যাদি।

কর্ত্তা

একবচন।	বহুবচন।	
বালক	বালকেরা	হলন্ত
মৈত্র	মৈত্রেরা	অ
ঘোড়া	ঘোড়াসকল	আ
কবি	কবিসকল	ই

সাধ্বী	সাধ্বীসকল	ঈ
পশু	পশু সকল	উ
বধূ	বধূসকল	ঊ
জটে	জটে সকল	এ
রৈ	রৈ সকল	ঐ
গো	গো সকল	ও
নৌ	নৌ সকল	ঔ

কর্ম্ম

এক বচন	বহুবচন
বালককে	বালকদিগকে
মৈত্রকে	মৈত্রদিগকে
ঘোড়াকে	ঘোড়াসকলকে
কবিকে	কবি সকলকে
সাধ্বীকে	সাধ্বী সকলকে
পশুকে	পশু সকলকে
বধূকে	বধ সকলকে
জটেকে	জটে সকলকে
রৈকে	রৈ সকলকে
গোকে	গো সকলকে
নৌকে	নৌ সকলকে

অধিকরণ।

এক বচন	বহু বচন
বালকে, বালকেতে	বালকদিগ্যে, বালকদিগেতে
মৈত্রে, মৈত্রেতে	মৈত্রদিগ্যে, মৈত্রদিগতে
ঘোড়াতে, ঘোড়ায়	ঘোড়া সকলেতে
কবিতে	কবি সকলেতে
সাধ্বীতে	সাধ্বী সকলেতে
পশুতে	পশু সকলেতে
বধূতে	বধূ সকলেতে
জটেতে	জটে সকলেতে
রৈতে	রৈ সকলেতে
গোতে	গো সকলেতে
নৌতে	নৌ সকলেতে

সম্বন্ধ।

এক বচন	বহু বচন
বালকের	বালকদিগের, বালকদের
মৈত্রের	মৈত্রদিগের, মৈত্রদের
ঘোড়ার	ঘোড়াসকলের, ঘোড়াদিগের
কবির	কবিসকলের, কবিদের

সাধ্বীর	সাধ্বীদের, সাধ্বীদিগের
পশুর	পশুদের, পশুদিগের
বধূর	বধূদের, বধূদিগের
জটের	জটেরদে, জটেদিগের
	টৈ সকলের
গোর	গোসকলের
সৌর	সৌদের, সৌদিগের

চতুর্থ প্রকরণ।

রূপের বিশেষ বিবেচনা।

মনুষ্যের প্রতি যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হয় তখন যে সকল শব্দ হলন্ত ও অবিচ্ছেদে উচ্চারিত হয় এবং যে সকল শব্দ অকারান্ত তাহার অন্তে "আ" কারের যোগ হয় যেমন রাম-রামা কৃষ্ণ-কৃষ্ণা। যে সকল হলন্ত শব্দ অবিচ্ছেদে উচ্চারিত না হয় তাহার অন্তে 'এ'কার আইসে যেমন মাণিক-মাণিকে, গোপাল-গোপালে। কিন্তু যেসকল শব্দ শব্দান্তরে মিলিত হয় এবং তাহার শেষ শব্দে দীর্ঘস্বর না থাকে সে সকল শব্দের অবিচ্ছেদে উচ্চারিত শব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে যেমন রামধন-রামধনা। কখন ২ শেষে 'ও' কারের যোগ হয় যেমন দুলু-দুলো, যে সকল শব্দ আকারান্ত বা

দ্বয় যুক্ত হয় ও তাহার প্রথম অক্ষরে 'আ' থাকে তাহার প্রথম আকারের একারে, দ্বিতীয়ের ওকারে, পরিবর্ত্ত হয় যেমন রাধা-রেধো কিন্তু অন্য২ স্থানে প্রায় পরিবর্ত্ত হয় না যেমন রামা, শ্যামা, ইত্যাদি। আর যে সকল শব্দের অন্তে ই, ঈ, থাকে তাহার পরিবর্ত্তে একার এবং ঈকারান্ত শব্দের আদ্য আকারে এ আদেশ হয় হরি-হরে কাশী-কেশে, উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে 'ও'কার হয় যেমন শম্ভু-শম্ভো কিন্তু স্ত্রীবাচক আকারান্ত শব্দের অন্ত্য আকারের পরিবর্ত্তে ঈকার আদেশ হয় যেমন তারা-তারী, রামা-রামী, ইত্যাদি। স্বরূপ-স্বরূপো, গণেশ-গণেশা, ভোলা-ভুলো, ইত্যাদি কোন২ শব্দ অনিয়মে পরিবর্ত্ত হয়।

পঞ্চমপ্রকরণ।

লিঙ্গ বিষয়।

৮ অন্য২ ভাষার ন্যায় গৌড়ীয় ভাষায় লিঙ্গভেদে নামের ও বিশেষণের প্রায় রূপান্তর হয় না, কিন্তু যেসকল নামের অন্তে অকার কিম্বা আকার থাকে আর যখন সেই শব্দে তজ্জাতীয় স্ত্রীকে বুঝায় তখন অকারের পরিবর্ত্তে "ইনী" আকারের অন্তে 'নী' প্রয়োগ হয় যেমন কৈবর্ত্ত-কৈবর্ত্তিনী, ধোবা-ধোবানী, সেকরা-সেকরানী। অ, এ, ও কারান্ত

বিশেষণ শব্দের স্ত্রীর প্রতি প্রয়োগে অন্ত্যস্বর স্থানে ঈ আদেশ হয় যেমন গৌর-গৌরী, পুঁটে-পুঁটী, দুর্মুখো-দুর্মুখী। মনুষ্য জাতির মধ্যে যে সকল নাম ইকারান্ত, উকারান্ত একারান্ত অথবা "ন, ল" ব্যতিরেকে অন্য কোন হলন্ত শব্দ তাহার স্ত্রীত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত অন্তে 'নী' প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রায় হইয়া থাকে, যেমন বাগ্দি-বাগ্দিনী, কলু-কলুনী, জেলে জেলেনী, নাপিত-নাপিত্নী, কামার-কামারনী; মালি-মালিনী, ইত্যাদি কিন্তু জেলেনী, নাপ্তিনী এ দুই শব্দের কদাচিৎ নিয়মাতিরিক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। মকারান্ত নামে স্ত্রীলিঙ্গ বোধের নিমিত্ত ঈকারের প্রয়োগ হয় যেমন মোসলমান-মোসলমানী, পাঠান-পাঠানী। লকারান্ত নামে "ইনী" অথবা "আনী" সংযোগ হয় যেমন চণ্ডাল-চণ্ডালিনী, মোগল-মোগলানী,। সামান্য পশ্বাদির নাম যাহা হলন্ত হয় তাহার স্ত্রীত্ব বোধের নিমিত্ত 'ঈ' কিম্বা "ইনী" ইহার প্রয়োগ করা যায় যেমন শেয়াল-শেয়ালী, বাঘ-বাঘিনী, সাপ-সাপিনী। যাহা আকারান্ত হয় তাহার আকার স্থানে ঈকার হয় যেমন ভেড়া-ভেড়ী। পশু বাচক কোন২ শব্দের ও কোন২ জাতিবাচক এবং কোন২ যৌগিক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগে পূর্ব্বদীর্ঘ স্বর স্থানে কোন এক হ্রস্ব স্বর হয় যেমন ঘোড়া ঘুড়ী, গোওয়ালা-গোওয়ালিনী, যোগাড়ে-যোগাড়িনী,

ইত্যাদি, অন্য নাম সকল যাহা জ্ঞাতিকুটুম্ব ইত্যাদি সম্বন্ধ বাচক তাহার ভার্য্যা বোধের নিমিত্ত আকারকে ঈকারে পরিবর্ত্ত করা যায় যেমন খুড়া-খুড়ী, মামা-মামী ইত্যাদি ইকারান্তনাম সকলের অন্তে "নী" প্রয়োগ হয় যেমন হাতি-হাতিনী। অপর স্ত্রীজাতি জ্ঞাপনের নিমিত্ত অনেক শব্দের পূর্ব্বে স্ত্রীশব্দ প্রয়োগ হয়, যেমন চীল-স্ত্রীচীল, শশারু-স্ত্রীশশারু। মনুষ্যের মধ্যে বিশেষ২ জাতি ও দেশ সম্বন্ধীয় স্ত্রীকে সাধারণ সম্বন্ধবাচক শব্দের দ্বারা কহা যায় যেমন বৈদিকের কন্যা, নাগরের স্ত্রী, ইহুদির বিবী।

নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ।

পিতা তাঁহার স্ত্রী "মা" ভাই তাঁহার স্ত্রী "ভাজ" মাগী তাহার স্বামী মেসো। বলদ, গাই, ইত্যাদি।

গৌড়ীয় ভাষাতে ক্রিয়া পদে, কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার, অথবা বিশেষণ পদে লিঙ্গ জ্ঞাপনের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই যেমন সে অন্ধ স্ত্রী ভাল গান করে, সে অন্ধ পুরুষ ভাল গান করে, এস্থলে অন্ধ যে বিশেষণপদ তাহা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় সম্বন্ধে সমান রূপ রাখিলেক সুতরাং লিঙ্গ বিষয়ে অধিক লিখনে অনর্থক গৌরব হয়।

সপ্তম প্রকারণ।

তদ্ধিত।

দেশবাচক শব্দদ্বারা যখন দেশ সম্বন্ধি পদার্থ বোধ হয় তখন অকারান্ত কিম্বা হলন্ত দেশবাচক শব্দের পরে "ঈ" "ঈয়" অথবা "এ" এই কয়েক প্রত্যয়ের প্রায় সংযোগ হয় যেমন কুরুক্ষেত্রী, গৌড়ীয়, ভাগলপুরে। আকারান্ত দেশবাচক শব্দের পরে ইকারের সংযোগ হয় যেমন ঢাকাই, পাটনাই, ইত্যাদি। ঈকারান্ত শব্দের কোন পরিবর্ত্ত হয়না কেবল সম্বন্ধ পরিণামের রীতিপ্রাপ্ত হয় যেমন কাশীর। হলন্ত নাম শব্দ যাহা অবিচ্ছেদে উচ্চারিত হয় তাহাতে যদি অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে আকার থাকে তবে শেষে "ও" সংযোগ এবং ঐ আকারের স্থানে একার প্রায় হইয়া থাকে, আর যদি আকার না থাকিয়া অকার থাকে তবে শেষে কেবল ওকারের সংযোগ হয় এরূপ পরিবর্ত্তের দ্বারা নিত্য অবস্থান অথবা সম্বন্ধ প্রতীত হয় যেমন গেছো, জলো, খড়ো। যে সকল শব্দ বিচ্ছেদরূপে উচ্চারিত হয় তাহার অন্তে 'এ' কিম্বা "ইয়া" সংযোগ হয় যেমন পাহাড়ে, পাহাড়িয়া, পাথর, পাথরিয়া চুন। কিন্তু মাটি হইতে মেটে, মোট হইতে মুটে ইত্যাদি কতিপয় প্রয়োগ নিয়মাতিক্রমে হইয়া থাকে। এসকল প্রয়োগ

বিশেষণ রূপে প্রায় ব্যবহার হয় যেমন ঢাকাই কাপড়, পাটনাই বুট। শব্দ সকল যাহা সত্ত্বগুণ রহিত সমূহকে কহে তাহার স্বভাব বুঝাইতে "মি" কিম্বা "আমি" ইহার সংযোগ প্রায় করা যায়, যেমন ছেলে, ছেলেমি অর্থাৎ ছেলের স্বভাব। বানর-বানরামি অর্থাৎ বানরের স্বভাব। কিন্তু ঘরামি এশব্দ যদ্যপি পূর্ব্ববৎ আমি সংযোগের দ্বারা হইয়াছে তথাপি ঘরের স্বভাব না বুঝাইয়া যে ঘর নির্ম্মাণ করে তাহাকে বুঝায়। এইরূপ কোন২ গৌড়ীয় বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দের পরে "আই" সংযোগের দ্বারা তাহার ধর্ম্মকে বুঝায় যেমন বামন-বামনাই, ভালি ভালাই ইত্যাদি। কোন২ শব্দের উত্তর 'গিরি' প্রত্যয়ের দ্বারা তাহার ধর্ম্মকে প্রতীত করে যেমন গোঁসাইগিরি, কেরানিগিরি ইত্যাদি। গৌড়ীয় ভাষাতে স্বভাব কিম্বা ধর্ম্ম বোধের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ কোন নিয়ম নাই কিন্তু সংস্কৃত শব্দ সকল সেই ২ অর্থে ভাষায় প্রয়োগ করা যায় যেমন মনুষ্য-মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মনুষ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম, উত্তম-উত্তমতা অর্থাৎ যে ধর্ম্ম ব্যক্তিতে থাকিলে উত্তম করিয়া কহায়। এইরূপ 'ত্ব' কিম্বা 'তা' সংযোগের দ্বারা সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ধর্ম্ম কিম্বা স্বভাব বিশেষ প্রতীতি হয়। এইরূপ অন্য ২ প্রকার ধর্ম্ম বাচক সংস্কৃত

শব্দ সকল সেই ২ অর্থে ভাষাতেও প্রয়োগ করা যায় যেমন ধৈর্য্য-ধীরতা অর্থাৎ ধীরের গুণ, সৌন্দর্য্য, সুন্দরত্ব, সুন্দরের ধর্ম্ম। গৌরব অর্থাৎ গুরুতা ইত্যাদি।

অষ্টম প্রকরণ।

সমাস।

অনেক নামের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাস কহি।

দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, অব্যয়ী ভাব, এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয়।

যে সমাসে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকে তাহাকে দ্বন্দ্ব কহা যায় যেমন ভূগোল-খগোল পড়িতেছি, এস্থলে পড়ন ক্রিয়াতে ভূগোল এবং খগোল উভয়ের প্রাধান্যরূপে অন্বয় হইল।

যেং পদের সমাস হইবেক তদতিরিক্ত অর্থের বোধ যাহার দ্বারা হয় তাহাকে বহুব্রীহি কহি, যেমন মিষ্টমুখো অর্থাৎ যে ব্যক্তির মুখমিষ্ট। এস্থলে সমাসীয় যে মিষ্ট ও মুখ শব্দ, তাহার অতিরিক্ত ব্যক্তির বোধক হইল।

অভেদ অন্বয় বোধক বিশেষ্য বিশেষণ পদের যে

সমাস তাহাকে কর্ম্মধারয় কহা যায়, যেমন কালঘট অর্থাৎ কাল এবং ঘট এ দুয়ের অভেদ অন্বয় হইল।

যে সমাসে ক্রিয়ার পূর্ব্বে কর্ম্ম পদ অথবা কেবল সম্বন্ধ পদ থাকে তাহাকে তৎপুরুষ কহা যায় যেমন বেদাধ্যায়ী, পুরাণপাঠক, অর্থাৎ যে বেদকে পাঠ করে, ও পুরাণকে পাঠ করে, আপনলোক অর্থাৎ আপনার লোক।

প্রতি ইত্যাদি অব্যয় পদের সহিত যে সমাস হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব যেমন প্রতিদিন অর্থাৎ দিনে দিনে, সম্মুখ অর্থাৎ মুখের সমীপ।

সমাস যোগ্য বাক্যে কর্ম্মাদি পদের যেং চিহ্ন থাকে সমাস হইলে তাহার লোপ হইয়া এক পদ হয় পশ্চাৎ ক্রিয়ার অনুসারে কর্ম্মাদি পদের চিহ্ন হয় যেমন বৃক্ষকে ছেদী এই অর্থে বৃক্ষছেদী প্রয়োগ হয় এস্থলে কর্ম্মপদের চিহ্ন " কে " লোপ হইল, পরে বৃক্ষছেদী-বৃক্ষছেদীকে ডাক, বৃক্ষছেদিতে ক্ষমতা আছে, বৃক্ষছেদির ঘর। কখনং নিষেধার্থ " ন " শব্দের সহিত হল বর্ণাদি শব্দের সমাস হইলে 'ন' স্থানে 'অ' আদেশ হয় আর স্বরাদি শব্দের সহিত হইলে 'অন্' আদেশ হয় যেমন অলৌকিক অননুকূল। কখনং সমাস হইয়া অন্ত পদের শেষে 'আ-এ-ও' এই তিন বর্ণের কোন বর্ণ যুক্ত হয়, মুখের চোর-মুখচোরা অর্থাৎ

মুখের কার্য্য বক্তৃতাতে অসমর্থ, তালে বেষ্টিত পুকুর-তাল পুকুরে, বানরের ন্যায় মুখ-বানরমুখো। কখনং সমাস যোগ্য বাক্যের মধ্যপদ সমাস হইয়া লোপ হইয়া থাকে যেমন তালে বেষ্টিত পুকুর, বানরের ন্যায় মুখ, ঘরের নিমিত্ত পাগল, সোনা দিয়া মোড়া, ইত্যাদি স্থলে বেষ্টিত, ন্যায়, নিমিত্ত, দিয়া, এই সকল পদের লোপ হইয়া তাল পুকুরে, বানরমুখো, ঘরপাগলা, সোনামোড়া, প্রয়োগ হইল। 'আ' ও' এই দুই বর্ণ সমাস হইয়া যে শব্দের অন্তে আইসে তাহারি স্ত্রীলিঙ্গ করণের নিমিত্ত প্রায় ঈকারের যোগ হয়, যেমন ঘর পাগলী, বানরমুখী, অভাগী, কিন্তু একারান্তের অনেক স্থানে স্ত্রীপুরুষ বোধে বিশেষ নাই যেমন চিত্রমুখো।

ক্রিয়াব্যতীহার।

পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া করাকে অথবা যদ্দ্বারা ঐ একজাতীয় ক্রিয়া উভয় হইয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে ক্রিয়াব্যতীহার কহা যায়, যেমন মারামারি, লাঠালাঠি, অর্থাৎ লাঠির দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করা, বিশেষ এই যে দৌড়াদৌড়ি ও গালাগালি এই দুই প্রয়োগ কখনং দ্রুত গমন ও পুনঃ পুনঃ অর্থে ব্যবহার করা যায় যেমন দৌড়াদৌড়ি আইলাম, অনেক গালাগালি দিলাম, এস্থলে সমাস হইয়া পূর্ব্ব পদের অন্ত্য বর্ণের স্থানে প্রায় 'আ' কখন বা 'ও' আদেশ হয় এবং

অন্য পদের অন্ত্যস্বর স্থানে এবং হলন্ত শব্দের অন্তে "ই" আইসে, যেমন কামড়াকামড়ি, চুলোচুলি।

সমাসের অন্তঃপাতী।

নাম ও সংখ্যা বাচক শব্দের পরে "টা" "টি" প্রয়োগ হয় এবং মনুষ্য কিম্বা পশ্বাদি বাচক শব্দের সহিত অন্বিত হইলে তাহার স্বার্থ কিম্বা উপেক্ষা বোধ করায় যেমন একটা, দুইটা, মানুষটা, কুকুরটা। যখন প্রাণি বাচক শব্দের সহিত 'টি' যোগ হয় তখন মমতা কিম্বা স্নেহের বোধক হইয়া থাকে যেমন একটি বালক, বালকটি। আর অপ্রাণি বাচক শব্দে অন্বিত হইলে তাহার অল্পতা বোধ করায় যেমন একটি টাকা, টাকাটি। "গাছা" এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ সেই সকল শব্দের উত্তর হয় যাহার প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘতার আধিক্য থাকে যেমন একগাছা দড়ি, দড়িগাছা, কিন্তু ঐ বস্তুর যখন অল্পতা বোধ হয় তখন 'গাছি' প্রয়োগ হইয়া থাকে যেমন দড়িগাছি। 'টুকি' কিম্বা 'টুকু' অল্পতা অর্থে দ্রব দ্রব্য বাচক ও লবণ মাংসাদি কতিপয় শব্দের পরে প্রয়োগ হইয়া থাকে যেমন জলটুকি লবণ টুকু ইত্যাদি। 'গোটা' ইহার প্রয়োগ সংখ্যা বাচক শব্দের পূর্ব্বে তাহার অনির্দ্ধারণার্থে হয়, যেমন গোটাচারি টাকা দেও।

'গুলা' ইহার প্রয়োগ নামের পরে হয়, এবং বাহুল্য অর্থ বোধ করায়, যেমন বলদগুলা, টাকাগুলা ইত্যাদি। 'গুলিন' নামের পরে সংযুক্ত হয়, এবং স্নেহকে বুঝায় যেমন বালক গুলিন। 'খান' সেই সকল শব্দের পরে প্রায় আইসে যাহা চেপটা বস্তুর প্রতিপাদক হয় যেমন থালাখানা। 'থান' বিশেষ দীর্ঘতা বিশিষ্টবস্তুবোধকশব্দের সহিত প্রয়োগ হয় যেমন কাপড় থান, একথান কাপড় ইত্যাদি, এইরূপ সণার মোহর শব্দের সহিতও প্রয়োগ হয় যেমন মোহর থান, একথান মোহর। এই সকল প্রত্যয় যাহা পূর্ব্বে কহিলাম তাহার প্রয়োগে বিশেষ এই যখন সংখ্যাবাচকের পরে আসিবেক তখন তাহার বিশেষ্য পদের অনির্দ্ধারণকে বুঝায়, যেমন এক খান নৌকা আন অর্থাৎ অনির্দ্ধারিত যে কোন এক নৌকা আন, আর যখন শব্দের সহিত এসকলের প্রয়োগ হইবেক তখন উভয়ে মিলিত হইয়া একশব্দের ন্যায় রূপ হইবেক, যেমন বালকটাকে ডাক, বালকটার কোন বোধ নাই ইত্যাদি। রূপের পরে 'ই' এই স্বরমাত্রের প্রয়োগ হইলে অন্যের ব্যাবর্ত্তন বুঝায় যেমন আমিই করিয়াছি, আমাকেই দিয়াছেন, আমারই বাটী, অর্থাৎ অন্যের নহে, সেইরূপ 'ও' এই স্বর সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয় যেমন আমিও গিয়াছিলাম অর্থাৎ

সে গিয়াছিল এবং আমিও গিয়াছিলাম। উক্ত 'ও' কখন বা সমুচ্চয়ার্থ বোধক হইয়া অপেক্ষাকৃত গৌরব অথবা তুচ্ছ-তাকে বুঝায়, যেমন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক, অর্থাৎ অন্যকেকরিলেক এবং আমি যে তাহার অন্যঅপেক্ষামান্য ছিলাম আমাকেও করিলেক ইত্যাদি। কখন২ পৌনঃ পুন্য কিম্বা শীঘ্রতা অথবা ঔদাসীন্য এই সকল অর্থে শব্দের দ্বিত্ব হইয়া থাকে. যেমন থর থর, ধর ধর, থাক থাক, যাও যাও। যখন এক শব্দের পরে তাহার প্রতিরূপ শব্দ কহাযায় তখন তাহাকে অথবা তৎসদৃশ বস্তন্তরকে বুঝায় যেমন জল টল আছে, অর্থাৎ জল কিম্বা তৎসদৃশ পানীয় দ্রব্য আছে,; কাপড় চোপড় আছে অর্থাৎ কাপড় কিম্বা তৎসদৃশ বস্তন্তর আছে ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয় সকলের কেবল পরস্পর সামান্য আলাপে ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু সাধু লিখনে প্রায় আইসে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বরসন্ধি।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, এই দুই২ স্বরের সবর্ণসংজ্ঞা হয়।

যথা, অ আ, পরস্পর সবর্ণ সেই রূপ ই ঈ, এবং উ ঊ, পরস্পর সবর্ণ হয়।

পূর্ব্ব সবর্ণ হ্রস্ব।

পর সবর্ণ দীর্ঘ।

যথা { অ, ই, উ, হ্রস্ব।
আ, ঈ, ঊ, দীর্ঘ।

স্বর বর্ণ পূর্ব্বপদের অন্তে এবং তাহার সবর্ণ পরপদের আদিতে থাকে, তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে, ঐ উভয় বর্ণ মিলিত হইয়া দীর্ঘ সবর্ণ হয়।

স্বরান্ত		স্বরাদি	রূপ
ভাব	অ	অর্থ	ভাবার্থ
ক্ষমতা	আ	আগম	ক্ষমতাগম
পরম	অ	আয়ুঃ	পরমায়ুঃ
অভি	ই	ইষ্ট	অভীষ্ট
কাশী	ঈ	ঈশ্বর	কাশীশ্বর
যোগি	ই	ঈশ্বর	যোগীশ্বর

কটু	উ	উক্তি	কটূক্তি
চক্ষু	ঊ	ঊর্দ্ধভাগ	চক্ষূর্দ্ধভাগ
বাহু	ঊ	ঊর্দ্ধদেশ	বাহূর্দ্ধদেশ

পূর্ব্বপদের অন্তে, অ, আ, এবং পরপদের আদিতে ই ঈ, উ, ঊ, স্বর থাকে তন্মধ্যে অন্যবর্ণ ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্বস্বরের সহিত ই, ঈ, স্থানে এ, এবং উ ঊ, স্থানে ও, আদেশ হয়।

লাভ	অ	ইচ্ছা	লাভেচ্ছা
পরম	অ	ঈশ্বর	পরমেশ্বর
দেবতা	আ	ইচ্ছা	দেবতেচ্ছা
উমা	আ	ঈশচন্দ্র	উমেশচন্দ্র

উষ্ণ	অ	উদক	উষ্ণোদক
ঊর্দ্ধ	অ	ঊর্দ্ধগমন	ঊর্দ্ধোর্দ্ধগমন
খট্বা	আ	উপরি	খট্বোপরি
অট্টালিকা	আ	ঊর্দ্ধভাগ	অট্টালিকোর্দ্ধভাগ

পূর্ব্বপদের অন্তে ই, ঈ, উ পরপদের আদিতে অ আ উ স্বর থাকে এবং তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ই, ঈ, স্থানে

য, এবং উ স্থানে ব, আদেশ হইয়া পর পদের আদ্য স্বরের সহিত পূর্ব্বপদের অন্ত্য হলবর্ণে যুক্ত হয়।

প্রতি	ই	অহ	প্রত্যহ
অতি	ই	আশ	অত্যাশ
যদি	ই	উৎপত্তি	যদ্যুৎপত্তি
পুষ্করিণী	ঈ	অম্বু	পুষ্করিণ্যম্বু
নদী	ঈ	আগমন	নদ্যাগমন
সরসী	ঈ	উদ্ভব	সরস্যুদ্ভব
পশু	উ	আদি	পশ্বাদি

হলসন্ধি

পূর্ব্বপদের অন্তে, ক, এবং পরপদের আদিতে অকার স্থানে আ, ই, ঈ, জ, দ, ব, য, থাকিলে ক, স্থানে গ, হইয়া পর পদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

হলন্ত	স্বরহলাদি	রূপ
বাক্	আড়ম্বর	বাগাড়ম্বর
ত্বক্	ইন্দ্রিয়	ত্বগিন্দ্রিয়
বাক্	ঈশ	বাগীশ
ধিক্	জীবন	ধিগ্জীবন

দিক্	দর্শন	দিগ্দর্শন
দিক্	বিজয়	দিগ্বিজয়
বাক্	যুদ্ধ	বাগ্যুদ্ধ

পূর্ব্ব পদের অন্তে, ট, পরপদের আদিতে অ, আ, ঋ, ঐ, দ, ব, র, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ ট, স্থানে ড হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

ষট্	অঙ্গ	ষড়ঙ্গ
ষট্	আনন	ষড়ানন
ষট্	ঋতু	ষড়ৃতু
ষট্	ঐশ্বর্য্য	ষড়ৈশ্বর্য্য
ষট্	দর্শন	ষড্দর্শন
ষট্	বিধ	ষড্বিধ
ষট্	রস	ষড্রস

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, গ, দ, ধ, ব, র, থাকিলে ঐ ত স্থানে দ হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

তৎ	অবধি	তদবধি
ভবিষ্যৎ	আজ্ঞা	ভবিষ্যদাজ্ঞা

তৎ	ইঙ্গিত	তদিঙ্গিত
জগৎ	ঈশ্বর	জগদীশ্বর
সৎ	উত্তর	সদুত্তর
তৎ	ঊর্দ্ধ	তদূর্দ্ধ
আপৎ	গ্রস্ত	আপদ্গ্রস্ত
এতৎ	দেশ	এতদ্দেশ
তৎ	ধন	তদ্ধন
সৎ	বন্ধু	সদ্বন্ধু
সৎ	রূপ	সদ্রূপ

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে অব্যবধানে ন, ম, থাকিলে ঐ ত, স্থানে ন, হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

জগৎ	নাথ	জগন্নাথ
জগৎ	মোহন	জগন্মোহন

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে, ল, মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে ঐ ত, স্থানে, ল, হইয়া পর পদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

সৎ	লোক	সল্লোক

মূর্দ্ধন্য ষকারের সহিত তবর্গের যোগ হইলে তবর্গের স্থানে টবর্গ হয়।

বিশিষ্ ত বিশিষ্ট

অনুষ্ থান অনুষ্ঠান

পূর্ব্ব পদের অন্তে ত পরপদের আদিতে, চ, জ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ ত স্থানে ক্রমে চ, জ, হইয়া পর পদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

শরৎ চন্দ্র শরচ্চন্দ্র

যাবৎ জীবন যাবজ্জীবন

পূর্ব্বপদের অন্তে, অনুস্বার ং, পরপদের আদিতে অব্যবধানে স্বর থাকিলে ঐ ং, অনুস্বারের স্থানে ম, হইয়া পর পদের আদিবর্ণে যুক্ত হয়।

কিং অধিকং কিমধিকং

পূর্ব্বপদের অন্তে অনুস্বার ং, পরপদের আদিতে অব্যবধানে বর্গীয় ব্যঞ্জন অক্ষর থাকিলে সেইবর্গীয় পঞ্চম অক্ষর ঐ অনুস্বারের স্থানে হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণেযুক্ত হয়।

সং	কোচ	সঙ্কোচ
সং	চয়	সঞ্চয়
সং	তরণ	সন্তরণ
সং	পূর্ণ	সম্পূর্ণ

বিসর্গ সন্ধি।

পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের পর 'ঃ' বিসর্গ, এবং পর পদের আদিতে অকার থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে পূর্ব্বাপর অকারের সহিত 'ও' আদেশ হইয়া পূর্ব্বপদের অন্তে যুক্ত হয়।

বিসর্গান্ত	অকারাদি	রূপ
বয়ঃ	অধিক	বয়োধিক

পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের পর বিসর্গ এবং পর পদের আদিতে দ, ন, য, ব, র, হ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের সহিত ঐ বিসর্গ 'ও' হইয়া পূর্ব্বপদের অন্ত্যবর্ণে যুক্ত হয়।

বিসর্গান্ত	হলাদি	রূপ
মনঃ	দুঃখ	মনোদুঃখ
নমঃ	নমঃ	নমোনমঃ
মনঃ	যোগ	মনোযোগ
তেজঃ	বৃদ্ধি	তেজোবৃদ্ধি

যশঃ	রাশি	যশোরাশি
তেজঃ	হ্রাস	তেজোহ্রাস

পূর্ব্ব পদের অন্তে 'ঃ' বিসর্গ, পর পদের আদিতে ক, ত, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে 'স' হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

তেজঃ	কর	তেজস্কর
মনঃ	তাপ	মনস্তাপ

পূর্ব্ব পদের অন্তে 'ঃ' বিসর্গ, পরপদের আদিতে চ, ছ, থাকে মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে শ, হইয়া পর পদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

নিঃ	চিন্ত	নিশ্চিন্ত
নিঃ	ছিদ্র	নিশ্ছিদ্র

পূর্ব্বপদের অন্ত্য ই, উ, স্বরের পর বিসর্গ এবং পর পদের আদিতে ক, ট, প, ফ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে ঐ বিসর্গ স্থানে ষ হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

নিঃ	কর	নিষ্কর
নিঃ	পাপ	নিষ্পাপ
নিঃ	ফল	নিষ্ফল
দুঃ	কর	দুষ্কর
ধনুঃ	টঙ্কার	ধনুষ্টঙ্কার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকরণ।

প্রতিসংজ্ঞা।

প্রতিনিধিরূপে সর্ব্বপদার্থের বাচক যে শব্দ তাহাকে প্রতিসংজ্ঞা কহাযায়, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি। যে প্রতিসংজ্ঞা কেবল বক্তাকে প্রতিপন্ন করে তাহাকে উত্তম অথবা প্রথম পুরুষ কহাযায় যেমন 'আমি'। যাহার প্রতি বাক্যপ্রয়োগ করাযায় কেবল তাহার প্রতিপাদক যে প্রতিসংজ্ঞা তাহাকে মধ্যম অথবা দ্বিতীয় পুরুষ কহি যেমন তুমি। পূর্ব্ব কথিত দুইভিন্ন পদার্থের বাচক যে শব্দ তাহাকে তৃতীয় পুরুষ কহাযায় যেমন সে, ঐ দুইভিন্ন পদার্থ সমক্ষে অভিপ্রেত হইলে উদ্দেশের স্থলে এ, আর অসমক্ষে অথচ দূর অভিপ্রেত হইলে সে, আর অল্পদূর অভিপ্রেত হইলে ও ইহার প্রয়োগ করাযায়। যে প্রতিসংজ্ঞা অভিপ্রেতপদার্থের বোধার্থে বাক্যান্তর সাপেক্ষ হয় তাহাকে সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞা কহাযায়, যেমন-যে আমাকে কহিয়াছিল সে সত্যবাদী। যদ্যপি প্রথম পুরুষ অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে তথাপি বহুবচনস্থলে বক্তা যে ক্রিয়া করে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার সহিত

যাহারং সাহিত্য থাকে তাহাকেও কহে, যেমন আমরা পড়িতেছি অর্থাৎ বক্তার সহিত পাঠ ক্রিয়ার সাহিত্য যাহার থাকিবেক তাহার এবং বক্তার উভয়ের প্রতিপাদক হয়।

আমি শব্দের রূপ।

কর্ত্তা	কর্ম্ম	অধিকরণ	সম্বন্ধ
আমি	আমাকে	আমায়-আমাতে	আমার
আমরা	আমাদিগকে	*আমাদিগেতে	আমাদের

আমি শব্দের স্থানে—ইতরলোকে মুই—কহিয়া থাকে,

মুই	মোকে	মোতে	মোর
মোরা	মোদিগে	মোদিগেতে	মোদের

তুমি শব্দের রূপ।

তুমি	তোমাকে	তোমাতে	তোমার
তোমরা	তোমাদিগকে	তোমাদিগেতে	তোমাদের

* ব্যবহারত শব্দের বহুবচন প্রয়োগে অধিকরণে রূপান্তর না হইয়া সম্বন্ধীয় রূপের পর উপসর্গের যোগ হয়, যেমন তোমাদের প্রতি, তাহাদিগের উপর।

যাহার উদ্দেশে তুচ্ছার্থক প্রয়োগ হয় তাহার তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত 'তুমি' স্থানে 'তুই' হইয়া থাকে।

রূপ।

তুই	তোকে	তোতে	তোর
তোরা	তোদিগ্যে	তোদিগেতে	তোদের

তুমি, আমি, এইদুই প্রতিসংজ্ঞার যখন সহযোগে ব্যবহার হইবেক তখন কর্ত্তৃপদে তুমি আমি স্থানে তোমায়, আমায়, আদেশ হয়, যেমন-তোমায় আমায় একত্র যাইব ইত্যাদি।

'সে' শব্দের রূপ।

সে	তাহাকে	তাহাতে-তাহায়	তাহার
তাহারা	তাহাদিগকে	তাহাদিগেতে	তাহাদের

যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন 'সে' ইহার স্থানে তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্য তাবৎ পরিণামে আদ্য স্বর সানুনাসিক হয়, যেমন-তিনি কিম্বা তেঁহ, তাঁহাকে, তাঁহাদিগেতে, তাঁহাদের, ইত্যাদি।

'এ' শব্দের রূপ।

এ	ইহাকে	ইহাতে	ইহার
ইহারা	ইহাদিগকে	ইহাদিগেতে	ইহাদের

সম্মান অভিপ্রেত হইলে 'এ' স্থানে ইনি আদেশ হয় এবং প্রথম স্বরের ও সানুনাসিক উচ্চারণ হয়।

রূপ।

ইনি	ইহাঁকে	ইহাঁতে	ইহাঁর।
ইহাঁরা	ইহাঁদিগকে	ইহাঁরদিগেতে	ইহাঁদের

'ও' শব্দের রূপ।

'এ' শব্দের ন্যায় ইহার রূপ হয় কেবল ওকারের স্থানে 'উ' হইয়া থাকে, যেমন ও, উহাকে, উহাতেইত্যাদি। পরস্পর কথোপকথনে কর্তৃ পদ ভিন্ন কারকে যখন 'হা' ইহার লোপ হয়, তখন 'এ' স্থানে 'ই' আদেশ, আর ওকার স্থানে 'উ' আদেশ হয় না, যেমন একে-ওকে দেও।

সম্মান অভিপ্রেত হইলে 'ও' ইহার স্থানে উান আদেশ আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন, উঁনি, উহাঁকে, উহাঁতে ইত্যাদি। 'যে' এই প্রতিসংজ্ঞারূপ 'সে' এই প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হয়, যেমন-যে, যাহাকে, যাহাতে, যাহার ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে, যিঁনি, যাঁহাকে ইত্যাদিরূপে পরিণাম হয়। জিজ্ঞাসারবিষয়পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে 'কে' আর যদি বস্তু হয় তবে 'কি' ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু উক্ত কিম্বা উহ্য ক্রিয়া তাহার যোজক হইয়া থাকে, যেমন কে কহিয়াছিল। এস্থলে কহিয়া-

ছিল ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, 'কে' অর্থাৎ বসিয়াছেন অথবা গিয়াছে, এস্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল। এবং কি কহিতেছ, কি,অর্থাৎ দ্রব্য হয় ইত্যাদি। 'কে' ইহার রূপ 'যে' ইহার ন্যায় জানিবে, প্রভেদ এই যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই। সে, যে, কে, শব্দের কর্ত্তৃ পদ ভিন্ন কারকে কথোপকথনে 'হা' ইহার লোপ হয় যেমন-তাকে, যাকে, কাকে বল ইত্যাদি। যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে 'কবে' আর 'কখন' ইহার প্রয়োগ হয় এবং ইহার রূপান্তর নাই, কিন্তু প্রভেদ এই যে কবে ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য, আর কখন ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন-কবে যাইবে অর্থাৎ কোন দিন যাইবে কখন যাইবে অর্থাৎ কোন সময়ে যাইবে। যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয় তখন কোথা কিম্বা কোথায় ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন-কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে। অবস্থা কিম্বা প্রকার জিজ্ঞাস্য হইলে 'কেমন' শব্দের প্রয়োগ হয় যথা কেমন আছেন-ইহার রূপান্তর নাই।

'কি' ইহাররূপ।

কি, কি, কিসে—কিসেতে কিসের।

নাস্ত 'কোন্' শব্দ কে, কি, কবে, কোথা, ইহার প্রতিনিধি স্বরূপ হয় এশব্দ অব্যয় ইহার রূপান্তর হয় না।

আরি বিশেষণ পদেরন্যায় ব্যবহার হয়, যথা, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে মারিয়েক, অর্থাৎ কে তোমাকে মারিলেক, কোন্ পুস্তক পড়িতেছ অর্থাৎ কি পুস্তক পড়িতেছ, কোন্ দিবস যাইবে অর্থাৎ কবে যাইবে, কোন্ স্থানে যাইতেছ অর্থাৎ কোথায় যাইতেছ। যখন অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি অথবা বস্তু জিজ্ঞাস্য হয় তখন অকারান্ত 'কোন' এই শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন কোন মনুষ্য ঘরে আছে অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে। কোন পুস্তক নিকটে আছে। অর্থাৎ পুস্তকের কোন একখান নিকটে আছে। অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে 'কেও' কিম্বা 'কেহ' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও অথবা কেহ ঘরে আছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঘরে আছে।

কোন শব্দ এবং কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্ত হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন২ ব্রাহ্মণ, কেহ২ কহে। আপন এই শব্দ নামের অথবা প্রতি সংজ্ঞার পর অন্যের ব্যাবর্ত্তনার্থে প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপন পুত্রকে দান করিলেক অর্থাৎ অন্যের পুত্রকে নহে। আপনি এই শব্দ নামের কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে নির্দ্ধারণার্থ প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপনি মারিলেক অর্থাৎ সে স্বয়ং মারিয়াছে ইত্যাদি,

এবং আমি আপনি, তুমি আপনি, রাজা আপনি ইত্যাদি।
আপনি এই শব্দ কখন২ দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি তাহার সম্মানঅভিপ্রেতার্থে প্রযোগ হয়, তৎকালে তৃতীয় পুরুষীর ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে, যেমন আপনি কোথায় যাইতেছেন ইত্যাদি, এবং উহার রূপ আমি ইত্যাদি প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন একবচনে আপনি, আপনাকে, আপনাতে, আপনার। বহুবচনে আপনারা, আপনাদিগকে,—আপনাদিগের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুণাত্মক বিশেষণ।

যে সকল বিশেষণপদ কালসম্বন্ধব্যতিরেকে বস্তুর গুণ অথবা অবস্থাকে প্রতিপন্ন করে তাহাকে গুণাত্মকবিশেষণ কহাযায় যেমন ভাল, মন্দ ইত্যাদি। ঐ গুণাত্মক বিশেষণশব্দ বিশেষ্যের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া তাহার গুণকে কহে, বিশেষ্য কখন উক্ত হয়-যেমন বড় মনুষ্যকে সম্মান কর, আর কখন উহ্য হয়-যেমন বড়কে মান্য কর, অর্থাৎ বড় মনুষ্যকে মান্য কর। যখন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে গুণাত্মক বিশেষণের প্রয়োগ হয় তখন সমাস হইয়া একপদ হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণশব্দে এনিয়ম সর্ব্বদা থাকে না অর্থাৎ লিঙ্গচিহ্ন কদাচিৎ দৃষ্ট হয় যেমন জ্যেষ্ঠা কন্যা, দুষ্টা ভার্য্যাকে ত্যাগ করা উচিত,ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ্য শব্দ যখন উক্ত না হয় তখন কি সংস্কৃত কি ভাষা গুণাত্মক শব্দ সকলের রূপ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্যশব্দের রূপের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে শু হইয়া থাকে।

একবচন	বহুবচন
বড়	বড়রা
বড়কে	বড়দিগকে
বড়তে	———
বড়র	বড়দের

ক্ষুদ্রশব্দ সংস্কৃত ইহার রূপ ও ঐ প্রকার হয়।

ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রেরা
ক্ষুদ্রকে	ক্ষুদ্রদিগকে
ক্ষুদ্রে-ক্ষুদ্রেতে	——
ক্ষুদ্রের	ক্ষুদ্রদিগের

গুণাত্মকশব্দ কি ভাষা কি সংস্কৃত যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সকল পূর্ব্বোক্তঅর্থে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে টা, টি, গাছা, গুলা, গুলিন, খান, খান, ইহার সহিত সংযুক্ত হয় যেমন বড়টাকে দেও, কিন্তু বিশেষ্য শব্দ উক্ত হইলে তাহার সহিত প্রয়োগ হয়-যেমন বড় ঘোড়া টাকে দেও। সংস্কৃত অনেক বিশেষণ শব্দ যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সংস্কৃত বিশেষণ কিম্বা বিশেষ্য শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয়-যেমন ধার্ম্মিক, অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দ যাহা বিশেষ্য হয় তাহাহইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ মাস হইতে মাসিক, জ্ঞান হইতে জ্ঞানী ইত্যাদি। নির্ধন-নির্ শব্দ ও ধন শব্দের সমাসে হয়। সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ যখন ব্যবহার্য্য হয় তখন সংস্কৃতের নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য জানাইবার নিমিত্ত 'তর' ও 'তম' ইহার সংযোগ ঐ বিশেষণশব্দের সহিত হইয়া থাকে। গুণবিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে একের গুণাধিক্য

বুঝাইতে তাহার সহিত 'তর' ইহার প্রয়োগ করাযায় যেমন শ্যাম হইতে রাম বিজ্ঞতর। এবং গুণবিশিষ্ট অনেকের মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝিতে 'তম' ইহার সংযোগ হয় যেমন শ্যাম ও রাম হইতে কৃষ্ণ বিজ্ঞতম ইত্যাদি। এইরূপ অতি, অত্যন্ত, অতিশয়, এই সকল শব্দ গুণাত্মকবিশেষণের পূর্ব্বে প্রয়োগদ্বারা গুণের আধিক্য বুঝায় যেমন অতি সুন্দর, অত্যন্ত মিষ্ট ইত্যাদি। বিদ্যমান অর্থ বুঝিতে অ, আ, ম, এই কয় বর্ণান্তশব্দ আর পঞ্চবর্গের প্রথম অক্ষর ভিন্ন যে কোন অক্ষরান্ত শব্দের অন্তে পুংলিঙ্গে 'বান্' শব্দের সংযোগ হয়-যেমন ভাগ্যবান্, আর স্ত্রীলিঙ্গে 'বতী' যেমন ভাগ্যবতী, ইহা ভিন্নস্থলে 'মান' 'মতী' হয়-যেমন বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী। কোন গুণাত্মক শব্দের কেবল গুণ অভিপ্রেত হইলে তাহার উত্তর সংস্কৃত নিয়মানুসারে 'ত্ব' কিম্বা 'তা' ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু ইহা সংস্কৃত গুণাত্মক শব্দের পরেই প্রায় হয় কদাচিৎ ভাষায় ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, যেমন ক্ষুদ্রত্ব, ক্ষুদ্রতা, বড়ত্ব। কখন সংস্কৃত নিয়মানুসারে আকারেরও পরিবর্ত্ত হইয়াথাকে-যেমন ধীর হইতে ধৈর্য্য, শূর হইতে শৌর্য্য ইত্যাদি। এসকল গুণাত্মক শব্দের আকারের পরিবর্ত্তের বিশেষজ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞানাধীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

প্রথম প্রকরণ।

যেসকলশব্দ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল সম্বলিত অবস্থাকে বোধ করায় তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি, যেমন আমি পাঠ করিতেছি-পাঠ করিয়াছি-পাঠ করিব।

সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ দুই প্রকার হয় এক সকর্ম্মক দ্বিতীয় অকর্ম্মক। যে ক্রিয়া কর্ত্তা হইতে নিষ্পন্ন হইয়া অন্যকে ব্যাপে তাহাকে সকর্ম্মক কহাযায়-যেমন সে রামকে মারিলেক, আর যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া কেবল কর্ত্তাকে বর্ত্তে তাহাকে অকর্ম্মক বলাযায় যেমন-রাম মরিলেন। সেই সকর্ম্মক ক্রিয়া দুইপ্রকার হয় এক কর্তৃবাচক দ্বিতীয় কর্ম্মবাচক। বাক্যস্থ যে ক্রিয়ার প্রাধান্যরূপে কর্ত্তা অভিপ্রেত হয় তাহাকে কর্তৃবাচক কহি-যেমন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে মারিলেন, আর যে ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রাধান্যরূপে অভিপ্রেত হয় তাহাকে কর্ম্মবাচক কহি-যেমন দেবদত্তদ্বারা যজ্ঞদত্ত মারা গেলেন। সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যেমন অবস্থাকে ও অবস্থার সহিত কালকে প্রতিপন্ন করে সেই

রূপ বাক্যের অভিপ্রেত পদার্থের সহিত সম্বন্ধকেও কহে যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, এস্থলে যাইতেছেন এই যে পদ সে দেবদত্তের অবস্থা যে যাওন তাহাকে এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান কালকে এবং দেবদত্তের সহিত ঐ অবস্থার সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে।

ঐ সম্বন্ধ যদি নিশ্চিত হয় তবে ক্রিয়াকে নির্দ্ধারণ প্রকার কহা যায়, যেমন আমি যাইব।

যদি সে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা করে তবে তাহাকে সংযোজন প্রকার কহি। এস্থলে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব বাক্যীয় ক্রিয়ার সহিত দ্বৈধ বোধক কোন অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয় এবং দ্বিতীয় বাক্যীয় ক্রিয়াতে প্রয়োজনপ্রতীতি হয়—যেমন তুমি যদি যাও তবে আমি যাইব। নির্দ্ধারণপ্রকারের বর্ত্তমান কালের যে প্রকাররূপ থাকে সেইরূপেই এস্থলে প্রয়োগ হয় কেবল যদি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগমাত্র অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য যাহার দ্বারা বাক্যের পূর্ণতা হয় তাহার ক্রিয়াতে ভবিষ্যৎকালের রূপ হইবেক, এবং ঐ দ্বিতীয় বাক্যস্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে তবে, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয় যেমন যদি তুমি মার তবে আমি মারিব।

[illegible] এরূপ স্থলে যদি পভৃতি অব্যয়ের লোপ হইয়া

থাকে, যেমন তুমি মার আমি মারিব। যদি প্রভৃতি শব্দের বোধনার্থ উত্তর বাক্যে 'তবে' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ কখনং হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার তবে আমি মারিব, এইরূপ দ্বিতীয় বাক্যের পূর্ব্বস্থ তবে ইত্যাদি শব্দের লোপ হয় যেমন তুমি আমাকে মারিতে তোমাকে আমি মারিতাম।

যদি সে সম্বন্ধ অনুমতি বোধক হয় তবে সে ক্রিয়াকে নিয়োজন প্রকার কহি-যেমন তুমি যাও।

আর যদি সে সম্বন্ধ প্রার্থনার বোধক হয় তবে তাহাকে সংযাচন প্রকার কহাযায়-যেমন আমি করিব।

আখ্যাতিক বিভক্তি কিম্বা প্রত্যয়।

বিবরণ।

যেসকল শব্দ ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত হইয়া নানাবিধ কালকে প্রকাশ করে তাহাকে আখ্যাতিক বিভক্তি কিম্বা প্রত্যয় কহাযায়।

বিভক্তি বাচ্যকাল।

ক্রিয়ার সহিত নানাবিধ কালিক সম্বন্ধ যাহা বিভক্তি দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে প্রত্যয় বাচ্য কাল কহি-যেমন আমি মারিলাম, আমি মারিয়াছি, আমি মারিব।

ধাতুরূপ

বিভক্তি দ্বারা কাল সম্বলিত ক্রিয়ার পৃথক২ প্রকারকে ধাতুরূপ কহি। সে ধাতু গৌড়ীয় ভাষাতে নকারান্ত হয়। ঐ সকল ক্রিয়া বাচক ধাতুর পরে প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে- যেমন মারণ এই ধাতু কেবল মারণ ক্রিয়াকে কহে তাহার পরে প্রত্যয়ের দ্বারা নানাবিধ পদের রচনা হয়, যথা ই, ইব, ইলাম, প্রত্যয়ের প্রয়োগ মারণ ধাতুর উত্তর হইয়া ঐ ধাতুর অনভাগের লোপহয় পশ্চাৎ মারি মারিব মারিলাম এই প্রকার রূপ সিদ্ধ হয়। ইহার বিশেষ বিস্তাররূপে পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে। প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় কিন্তু এক বচন বহু বচন ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয়না, যেমন আমি মারি, আমরা মারি, তুমি মার, তোমরা মার, তিনি মারেন, তাঁহারা মারেন। এবং লিঙ্গের প্রভেদেও প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন ভৈরবী ভৈরব কোথা গেল।

গৌড়ীয় ভাষায় ক্রিয়া পদকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যায় অর্থাৎ 'অন' যাহার অন্তে থাকে সে প্রথম প্রকার হয়-যেমন মারণ চলন দেখন ইত্যাদি। 'ওন' যাহার অন্তে থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়-যেমন খাওন যাওন

ইত্যাদি। 'আন' অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন-বেড়ান দেখান ইত্যাদি। তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রথমপুরুষে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়ার উত্তর বর্ত্তমান কালে 'ই' প্রত্যয় হইয়া 'অন' আর 'ওন' ভাগের লোপ হয়, যেমন-মারি, খাই। আর তৃতীয় প্রকারের কেবল নকারের লোপ হইয়া 'ই' প্রত্যয় হয়, যেমন বেড়াই, দেখাই। বর্ত্তমানকালে দ্বিতীয় পুরুষে 'অন' ভাগান্ত ক্রিয়ার 'ই' প্রত্যয়ের স্থানে 'অ' হয়, যেমন মার, দেখ ইত্যাদি। আর 'ওন' ভাগান্ত 'আন' ভাগান্ত ক্রিয়ার 'ই' কার স্থানে ও আদেশ হয়, যেমন-খাও, বেড়াও ইত্যাদি।

বর্ত্তমানকালে তৃতীয়পুরুষে প্রথমপ্রকার ক্রিয়ার অনভাগের লোপ হইয়া অন্তে 'এন' প্রয়োগ হয়, যেমন চলেন, দেখেন ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার 'ওন' আর নকারের লোপ হইয়া ই প্রত্যয় স্থানে 'ন' আদেশ হয়, যেমন যান, বেড়ান ইত্যাদি।

অতীতকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়িপ্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে 'ইলাম' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইলে' তৃতীয় পুরুষে 'ইলেন' প্রত্যয় হয়, যেমন-মারিলাম, খাইলাম, বেড়াইলাম। মারিলে, খাইলে, বেড়াইলে। মারিলেন, খাইলেন, বেড়াইলেন।

ভবিষ্যৎকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়িপ্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে ‘ইব’ দ্বিতীয় পুরুষে ‘ইবে’ তৃতীয় পুরুষে ‘ইবেন’ ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন-যাইব, খাইব, বেড়াইব। যাইবে, খাইবে, বেড়াইবে। যাইবেন, খাইবেন, বেড়াইবেন ইত্যাদি।

সংযোজন প্রকারে প্রথম পুরুষে ‘ইতাম’ দ্বিতীয় পুরুষে ‘ইতে’ তৃতীয় পুরুষে ‘ইতেন’ এই সকল প্রত্যয় হয়, যেমন-যদি মারিতাম, মারিতে, মারিতেন।

নিয়োজন প্রকারে ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষে ‘অ’ কিম্বা ‘অহ’ ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন-তুমি মার, মারহ। আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার ‘অ’ কিম্বা ‘অহ’ স্থানে ‘ও’ ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন খাও, বেড়াও,।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে তৃতীয় পুরুষে বর্ত্তমানকালে ‘উন’ প্রত্যয় হয়, যেমন-মারুন, খাউন, বেড়াউন। আর ভবিষ্যৎকালে দ্বিতীয় পুরুষে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার পরে ‘ইও’ প্রয়োগ হয়, যেমন মারিও, খাইও, বেড়াইও।

সংযাচন প্রকারে নির্দ্ধারণপ্রকারের ন্যায় রূপ হয় যেমন আমি খাই, যাই, বেড়াই। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি

প্রকৃতির পরে 'ইতে' ইহার প্রয়োগ হয়, তদ্দ্বারা ক্রিয়ার নিমিত্তকে বুঝাইলে তাহার নাম চত্তর্ম্, আর-ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝাইলে কতৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান কহাযায়, যেমন মারিতে কহ, অর্থাৎ মারিবার নিমিত্ত কহ, আপন পুত্রকে মারিতে তাহাকে আমি দেখিলাম, অর্থাৎ মারণ ক্রিয়া যে কর্ত্তায় বর্ত্তে তাহাকে আমি দেখিলাম।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পর 'ইয়া' প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বক্রিয়ার অতীতকালবিশিষ্ট ক্রিয়ান্তরকে বোধ করায় ইহাকে ক্ত্বাচশব্দে কহে; যেমন মারিয়া গিয়াছে, খাইয়া যাইবেক, অর্থাৎ যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে মারণ ও খাওন ক্রিয়া অভিপ্রেত হয়। সেইরূপ 'ইয়া' স্থানে 'ইলে' প্রয়োগ করিলে অন্যের অন্যক্রিয়ার সম্ভাবনা বুঝায় ইহাকে সম্ভাব্য ক্রিয়া কহি, ইহার প্রয়োগ অতীত কালে কিম্বা ভবিষ্যৎকালে হইয়া থাকে কিন্তু তাহার বোধ উত্তর বাক্যস্থ সমাপিকক্রিয়াদ্বারা হয়, যেমন তুমি মারিলে পর আমি মারিলাম, তিনি মারিলে আমি মারিব।

প্রথম প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'আ' এবং দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়ার 'ওয়া' প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াকে কিম্বা কর্ম্মকে বুঝায় ইহাকে [illegible] কহি, যেমন-মারা ভাল নহে, অপ্প খাওয়া ভাল, খাওয়া ভাত,

ঘাটা বৃক্ষ ইত্যাদি। আ, ওয়া, অন্ত শব্দের রূপ নামের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন মারা, মারাকে, মারাতে, মারার। খাওয়া, খাওয়াকে, খাওয়াতে, খাওয়ার ইত্যাদি।

মারা ক্রিয়ার কর্ম্মে যদ্যপি 'কে' চিহ্নের সংযোগ হইতে পারে তথাপি সমাপিক ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রযুক্ত তাহার চিহ্ন গৃহীত হয়, যেমন-সে মারা যাইবেক, এস্থলে মারা ক্রিয়ার কর্ম্ম সে এই পদে 'কে' চিহ্ন না হইয়া যাই-বেক ক্রিয়ার কর্ত্তা জন্য কর্ত্তার রূপ গ্রহণ করিলেক কিন্তু তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার একরূপ প্রয়োগ হয় না কেবল ক্রিয়া মাত্র বোধের নিমিত্ত 'আন' আর 'আনা' প্রয়োগ হয়, বেড়ান্ বেড়ানা। সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'ইবা' ইহার প্রয়োগ হয় যেমন মারিবা, ইহারও তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যথা-মারিবা, মারিবার, মারিবাতে। ধাতুর এই তিন প্রকার রূপ হয়, যেমন মারণ, মারণের, মারণেতে ইত্যাদি। যে তিনপ্রকার ক্রিয়ার অন ওন আন ইহাতে শেষ হয় তাহার রূপে পরস্পর অতি অল্প প্রভেদ আছে একারণ তিন গণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

নিজন্ত ক্রিয়া।

ক্রিয়াকে নিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার

প্রকার এই যে প্রথমপ্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে 'আ' যোগ হয়, যেমন-দেখন হইতে দেখান, করণ হইতে করাণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে 'য়া' দিতে হয়, যেমন-খাওন হইতে খাওয়ান। তৃতীয়প্রকার ক্রিয়া নিজন্ত হয় না, যেমন-বেড়ান। নিজন্ত ক্রিয়াতে অনিজন্ত কালীন যে কর্ত্তা তিনি যদি কর্ম্ম হয়েন তথাপি তদন্তঃপাতি অনিজন্ত ক্রিয়াতে তাহার প্রাধান্য নিজন্ত কর্ত্তার অপ্রাধান্য থাকে, যেমন-তিনি ব্যাকরণ পড়েন, এই বাক্যে তিনি কর্ত্তা এবং প্রধান, এবং যখন ঐ পড়ন ক্রিয়া 'আ' যোগের দ্বারা নিজন্ত হয়, যেমন-আমি তাহাকে ব্যাকরণ পড়াই, তৎকালে 'তাহাকে' এই পদ কর্ম্ম হইয়াও পড়ন ক্রিয়াতে প্রধান হয়।

নিজন্ত ক্রিয়ারূপ তৃতীয়প্রকার ক্রিয়াপদের ন্যায় হয়, যেমন-দেখাই, খাওয়াই ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার ও নিজন্তক্রিয়ার প্রথম প্রকার নামধাতু হয়না কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার নামধাতু হয়, যেমন-বেড়াইবা, বেড়াইবার, বেড়াইবাতে। বেড়ান অথবা বেড়ান্, বেড়ানের, বেড়ানেতে। দেখাইবার, দেখাইবাতে। দেখান, দেখানতে।

পূর্ব্বলক্ষণের উদাহরণ সকল বিশেষরূপে দেখাইবার

নিমিত্ত মারণক্রিয়ার রূপ লেখাযাইতেছে। নির্দ্ধারণ প্রকারে ক্রিয়ার তিনকাল হয়, অন্য ক্রিয়ার সংযোগাধীন অধিক হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ পরে ব্যক্ত হইবে।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন ও বহুবচন।

আমি কিম্বা আমরা মারি, তুমি কিম্বা তোমরা মার, তিনি কিম্বা তাহারা মারেন।

যে ক্রিয়া অবাধে হইয়াথাকে সেই ক্রিয়াতে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগে কখন২ কালকে না বুঝাইয়া ক্রিয়ামাত্র বুঝায়, যেমন-আমি প্রাতঃকালে পড়ি, অর্থাৎ অবাধে প্রাতে পড়িয়া থাকি।

অতীত কাল।

আমি কিম্বা আমরা মারিলাম, তুমি কিম্বা তোমরা মারিলে, তিনি কিম্বা তাহারা মারিলেন।

ভবিষ্যৎকাল।

আমি কিম্বা আমরা মারিব, তুমি কিম্বা তোমরা মারিবে, তিনি কিম্বা তাহারা মারিবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন ও বহুবচন।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারি। যদি তুমি কিম্বা তোমরা মার। যদি তিনি কিম্বা তাহাঁরা মারেন।

অতীতকাল।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারিতাম। যদি তুমি কিম্বা তোমরা মারিতে। যদি তিনি কিম্বা তাহাঁরা মারিতেন। সংযোজন প্রকারে ভবিষ্যৎকালনাই যেহেতু বর্ত্তমানকাল সম্ভাব্যরূপে ভবিষ্যৎকালকে কহে, যেমন-যদি আমি কহি, অর্থাৎ এক্ষণে অথবা পরক্ষণে যদি কহি।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন ও বহুবচন।

দ্বিতীয় পুরুষ।　　তুমি, তোমরা মার, অথবা মারহ।

তৃতীয় পুরুষ।　　তিনি, তাহাঁরা মারুন।

ভবিষ্যৎকাল।

দ্বিতীয় পুরুষ।　　তুমি, তোমরা　　মারিও।

সংখ্যাচন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন বহুবচন।

প্রথম পুরুষ। আমি মারি, আমরা মারি।

ঐ সংখ্যাচন প্রকার দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষের উদ্দেশে হইলে নিয়োজন বোধক হয় অতএব ইহার রূপ পৃথক হয় না।

ভবিষ্যৎকাল।

প্রথম পুরুষ। আমি, আমরা মারিব।

চতুর্থ।

মারিতে

কর্ত্তৃ নিষ্ঠ বর্ত্তমান।

মারত, মারিতে২

ক্ত্বাচ।

মারিয়া

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

মারিলে

প্রথম নামধাতু।

মারা, মারাকে, মারাতে, মারায়।

দ্বিতীয় নামধাতু।

মারিবা, মারিবায়-মারিবাতে, মারিবার।

তৃতীয় নামধাতু।

মারণ, মারণকে, মারণে-মারণেতে, মারণের।

আছন-সহকারি ক্রিয়া, ইহার সংপূর্ণরূপ হয়না কেবল নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান ও অতীতকালে রূপ হইয়া থাকে।

নির্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান।

আমি, আমরা আছি। তুমি, তোমরা আছ। তিনি, তাঁহারা আছেন।

অতীত কাল।

আমি, আমরা ছিলাম। তুমি, তোমরা ছিলে। তিনি, তাঁহারা ছিলেন।

অতীত কালে আছেন ক্রিয়ার আকারের লোপ হইয়া থাকে কিন্তু পদ্যে প্রায় হয়না।

হওন, যাওন এই দুই ক্রিয়া যাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে গণিত হয়, ইহার নানাবিধ অর্থে ভূরি প্রয়োগ হইয়াথাকে, একারণ পৃথক করিয়া রূপ করাযাইতেছে।

হওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান।

আমি, আমরা হই। তুমি, তোমরা হও। তিনি, তাঁহারা হয়েন।

অতীত কাল।

আমি, আমরা হইলাম। তুমি, তোমরা হইলে। তিনি, তাঁহারা হইলেন।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি, আমরা হইব। তুমি, তোমরা হইবে। তিনি, তাঁহারা হইবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান।

যদি আমি, আমরা হই। যদি তুমি, তোমরা হও যদি তিনি, তাঁহারা হয়েন।

অতীত কাল।

যদি আমি, আমরা হইতাম। যদি তুমি, তোমরা হইতে। যদি তিনি, তাঁহারা হইতেন।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান।

তুমি হও, তিনি হউন।

ভবিষ্যৎ কাল।

তুমি হইও।

সংযাচন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

আমি, আমরা হই।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি আমরা হইব।

চতুম।

হইতে।

কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান।

হইতে২, হওত।

ক্ত্বাচ।

হইয়া।

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

হইলে।

প্রথম নামধাতু। হওয়া, হওয়ার, হওয়াতে।

দ্বিতীয় নামধাতু। হইবা, হইবার, হইবাতে।

তৃতীয় নামধাতু। হওন, হওনের, হওনেতে।

যাওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

আমি, আমরা যাই। তুমি, তোমরা যাও। তিনি, তাঁহারা যায়েন।

নির্দ্ধারণ প্রকারে অতীতকালে আর সম্ভাব্য ক্রিয়াতে যাই ইহার স্থানে 'গে' আদেশ হয়, আর ক্ত্বাচে 'গি' হইয়া থাকে কিন্তু অন্য ক্রিয়ার সংযোগ বিনা 'গি' আদেশের নিত্যতা নাই, যেমন-গিয়া কিম্বা যাইয়া।

অতীত কাল।

আমি কিম্বা আমরা গেলাম। তুমি, কিম্বা তোমরা গেলে। তিনি কিম্বা তাঁহারা গেলেন।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি, আমরা যাইব। তুমি, তোমরা যাইবে। তিনি, তাঁহারা যাইবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

যদি আমি, আমরা যাই। যদি তুমি, তোমরা যাও। যদি তিনি, তাঁহারা যায়েন।

অতীত কাল

যদি আমি, আমরা যাইতাম। যদি তুমি, তোমরা যাইতে। যদি তিনি, তাঁহারা যাইতেন।

নিয়োজন প্রকার।

বর্ত্তমান।

তুমি, তোমরা যাও। তিনি, তাঁহারা যাউন।

ভবিষ্যৎ কাল।

তুমি, তোমরা যাইও।

সংযাচন প্রকার।

আমি, আমরা যাই।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি, আমরা যাইব।

চতুর্থ।

যাইতে।

কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান।

যাইতেং, যাওত।

ক্ত্বাচ।

গিয়া অথবা যাইয়া।

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

যাইলে, গেলে।

প্রথম নামধাতু। যাওয়া, যাওয়ার, যাওয়াতে।
দ্বিতীয় নামধাতু। যাইবা, যাইবার, যাইবাতে।
তৃতীয় নামধাতু। যাওন, যাওনের, যাওনেতে।

সংযোগ ক্রিয়া।

ক্রিয়াপদে কর্তৃনিষ্ঠ বর্তমানের এবং অতীতের কাল-গত কোন বিশেষ জানাইবার নিমিত্ত আছন এই সহকারি ক্রিয়ার সংযোগ হয় তৎকালে আছন ক্রিয়ার আকারের লোপ হইয়া থাকে, যেমন-মারিতেছি-অর্থাৎ মারিতে এবং আছি এ দুইয়ের সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মারিতে ছিলাম-অর্থাৎ মারিতে ও আছিলামের যোগেহইয়াছে। মারিয়াছি-অর্থাৎ মারিয়া ও আছি এ দুইয়ের যোগে হইয়াছে। মারিয়াছিলাম, মারিয়া ও আছিলাম ইহার সংযোগে হইয়াছে। এই চারি প্রকার সংযোগ ক্রিয়ার নির্ধারণ প্রকারের যে তিন কাল পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা হইতে অধিক চারি কাল রূপে সাধারণ ব্যবহারেআইসে, বস্তুত ইহা ক্রিয়াদ্বয়ের সংযোগে হয়, পৃথককাল নহে।

নির্ধারণ প্রকার। বর্ত্তমান কাল।

মারিতেছি, মারিতে আর ছি অর্থাৎ ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে সমাপ্তি হয় নাই। আমি, আমরা মারিতেছি। তুমি,তোমরা মারিতেছ। তিনি, তাঁহারা মারিতেছেন।

অতীত কাল।

দ্বিতীয় প্রকার কাল। মারিতে ছিলাম, অর্থাৎ মারিতেওছিলাম এ দুইয়ের সংযোগে হয়, ফলত অতীত কালে ক্রিয়া উপাস্থিত ছিল যাহা সম্পূর্ণ না হইয়াথাকে অথবা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না এমৎ অভিপ্রেত নাহয়। আমি, আমরা মারিতে ছিলাম। তুমি, তোমরা মারিতে ছিলে। তিনি, তাঁহারা মারিতেছিলেন।

তৃতীয় প্রকার কাল। মারিয়াছি, অর্থাৎ অতীতকালে ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা হইয়াছে। আমি, আমরা মারিয়াছি। তুমি, তোমরা মারিয়াছ। তিনি, তাঁহারা মারিয়াছেন।

চতুর্থ প্রকার কাল। মারিয়াছিলাম, মারিয়াও ছিলামের সংযোগে হয়, অর্থাৎ ক্রিয়া অতীত কালে নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু তাহার পর ক্রিয়ান্তরের সম্ভাবনা আছে, যেমন মারিয়াছিলাম সে লজ্জা পাইল না। আমি, আমরা মারিয়াছিলাম। তুমি তোমরা মারিয়াছিলে। তিনি তাঁহারা মারিয়াছিলেন। কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান ও ক্ত্বাচের সহিত আছি ক্রিয়ার সংযোগদ্বারা উক্তপ্রকার রূপ হয়। ইহাতে মনোযোগ দ্বারা পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে অন্য২ ক্রিয়ার সহিত অর্থ সঙ্গতি থাকিলে ঐ দুইয়ের একের সংযোগাধীন সেই২ ক্রিয়ার ও রূপ হইয়াথাকে, যেমন-মারিয়া

[illegible] কেলি ইহার যোগে মরিয়াকেলি, মারিতেচাহি, ইহা মারি-তে ও-চাহি এদুইয়ের সংযোগে হইয়াছে। যাইতে পারি, অর্থাৎ যাইতে ও পারি ইহার সংযোগে হইয়াছে। মারিতে লাগি, অর্থাৎ মারিতে আরম্ভ করি! কিন্তু ইহা শিষ্ট প্রয়োগ নহে। মারিয়া থাকি, অর্থাৎ সময়ে২ মারি, মারিতে যাই। এইরূপ অর্থ সঙ্গতি ক্রমে নানাক্রিয়ার রূপ হইতে পারে অতএব ভন্নিমিত্তে পৃথক২ ক্রিয়া প্রকারের আধিক্য করণে প্রয়োজন নাই।

এক কাল স্থানে অন্য কালকে কখন২ লক্ষণা করিয়া ব্যবহার করাযায়, কিন্তু প্রকরণদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, যেমন অন্ন আসিয়াছে, ইহার উত্তরে 'আইল' ইহা বর্ত্ত-মান কাল স্থানীয় হয়, অর্থাৎ অন্ন আসিতেছে। আর, যে পর্য্যন্ত আমি থাকি সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে, এস্থলে থাকি ইহা বর্ত্তমান কাল হইয়াও ভবিষ্যৎকাল স্থানীয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি থাকিব সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে। আপনি করিবেন অথবা আপনি দিবেন, ইহা ভবিষ্যৎকাল হইয়াও সম্মানস্থলে বর্ত্তমান অনুজ্ঞাকে বুঝায়, অর্থাৎ আপনি করুন, আপনি দেউন। ইহাতে বিশেষ করে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য যে সম্মান অভিপ্রেত হইলে দ্বিতীয় পুরুষ তুমি ইহার স্থানে তৃতীয় পুরুষ আপনি অথবা

মহাশয় ইত্যাদি প্রয়োগ করাযায় সে স্থলে ক্রিয়ার প্রয়োগও তৃতীয় পুরুষের হইবেক, যথা আপনি দিয়াছেন, মহাশয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি দিয়াছ, তুমি করিয়াছ। যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইবেক তখন তুমি স্থানে তুই আদেশ হয়, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহার সহিত অন্বিত যে ক্রিয়া তাহার বিভক্তির পরিবর্ত্ত হয়, বর্ত্তমানকালে দ্বিতীয় পুরুষীয়ক্রিয়ার 'অ' এবং 'ও' স্থানে 'ইস্' আদেশ হয়, যেমন তুমি মার, এস্থলে তুই মারিস্, আছ স্থানে আছিস্, খাও—খাইস্, দেখাও—দেখা-ইস্। সেইরূপ সংযোজন প্রকারেও জানিবে, অর্থাৎ তাহার 'অ' 'ও' 'এ' স্থানে ইস্ হইয়াথাকে, যেমন যদি তুমি মার ইহার স্থানে যদি তুই মারিস্, যদি তুমি খাও ইহার স্থানে যদি তুই খাইস্, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যদি তুমি মারিতে ইহার স্থানে যদি তুই মারিতিস্ এরূপ কহাযায়।

অতীতকালে দ্বিতীয় পুরুষের একার স্থানে ইকার হয়, যেমন তুমি মারিলে ইহার স্থানে তুই মারিলি প্রয়োগ হয়, ছিলে স্থানে ছিলি, মারিতে ছিলে ইহার স্থানে

* ৬৭ পত্রে

মারিবে ছিল, মারিয়াছিলে ইহার স্থানে মারিয়াছিলি; কিন্তু মারিয়াছ ইহা অতীত কাল হইয়া মারিয়া আর আছ এ দুইয়ের সংযোগে হয়, অতএব বর্ত্তমান কালের ন্যায় ইল্ ইহার সংযোগি হইয়া মারিয়াছ ইহার স্থানে মারিয়াছিস্ একপ প্রয়োগ হয়। ভবিষ্যৎ কালেও দ্বিতীয়পুরুষের একার স্থানে 'ই' আদেশ হয়, যেমন মারিবে ইহার স্থানে মারিবি এতদ্রূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নিয়োজন প্রকারে শেষের স্বরের লোপ হয়, যেমন মার স্থানে মার্, খাও স্থানে খা প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ভবিষ্যৎকালে অন্ত্য স্বর স্থানে 'স' আদেশ হইয়া থাকে, যেমন মারিও ইহার স্থানে মারিস্ কহাযায়।

এরূপ তুচ্ছত্ব বোধক প্রয়োগ সকল লিখনে কদাচ ব্যবহৃত হয়না কেবল অভিমানি প্রভুরা কথোপকথনে অথবা ক্রোধাবেশে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব নানাজাতীয় প্রয়োগদ্বারা পুস্তের সম্পূর্ণতানুরোধে সংগৃহীত হইল।

তৃতীয় পুরুষের উল্লেখসময়ে সন্মান অভিপ্রেত না হইলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি স্থানে সে, ও, এ, যে, ইহা প্রয়োগ করাযায়,* (যাহা পূর্ব্বে কহা গিয়াছে) এবং তৃতীয়পুরুষীয়

* ৩৭। ৩৮ পত্র

ক্রিয়া তাহার সহিত অন্বিত হইলে নির্দ্ধারণ ও সংযোজন প্রকারে বর্ত্তমানকালে নকারের লোপ হইবেক, এবং অতীতকালে নকারের পূর্ব্বস্থিত একার অকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যেমন বর্ত্তমান কালে মারেন ইহার স্থানে মারে, মারিতেছেন ইহার স্থানে মারিতেছে ইহা প্রয়োগ হয়। অতীতকালে মারিলেন ইহার স্থানে মারিল, মারিতে-ছিলেন ইহার স্থানে মারিতেছিল, আর মারিয়াছিলেন ইহার স্থানে মারিয়াছিল। ভবিষ্যৎকালে মারিবেন ইহার স্থানে মারিবে। মারিয়াছেন-বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ, মারিয়া আর আছেন ইহার সংযোগে হয়, এনিমিত্তে কেবল নকারের লোপ হয়, একার স্থানে অকার হয় না, অতএব মারিয়াছেন ইহার স্থানে মারিয়াছে এরূপ কহা যায়। কিন্তু বিশেষ এই যে মনুষ্য কর্ত্তা হইলে তুচ্ছত্ব বোধ হইবেক, পশ্বাদি কর্ত্তা হইলে স্বভাবত উক্ত প্রকার প্রয়োগ হইবেক।

নিয়োজন প্রকারে তৃতীয় পুরুষে অন্ত্য নকারস্থানে ক আদেশ হয়, যেমন মারুন ইহার স্থানে মারুক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কখন ভবিষ্যৎকালে ও অতীতকালে তৃতীয়পুরুষে তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইলে নকার স্থানে ক আদেশ হয়,

যেমন মারিবেন এস্থলে মারিবেক ও মারিবে এই উভয় প্রকার প্রয়োগ হয়, আর মারিলেন এস্থলে মারিলেক ও মারিল প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যে ক্রিয়ার প্রকৃতি অবিচ্ছেদে উচ্চারিত হয় অথবা বিচ্ছেদদ্বয়ে যে ক্রিয়ার প্রকৃতি উচ্চারিত এবং নকারান্ত হয় কিন্তু সে নকার রূপকালে থাকে না তাহার বর্ত্তমান কালের তৃতীয় পুরুষে নকারস্থানে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে 'য়' আদেশ হয়, যেমন খান স্থানে খায় প্রয়োগ হয়, যাওন হইতে যান তাহার নকার স্থানে 'য়' আদেশ হইয়া 'যায়' প্রয়োগ হয়, সেইরূপ কামান ক্রিয়ার স্থানে 'কামায়' ইহা প্রয়োগ হয়।

নিজন্ত যাবৎক্রিয়ার বিচ্ছেদদ্বয়ে উচ্চারণ হয় এপ্রযুক্ত অব্যবহিত পূর্ব্ব লিখিত নিয়মের অন্তর্গত হইল, যেমন দেখান ক্রিয়া হইতে দেখান ইহার স্থানে 'দেখায়' হয়, কিন্তু যে ক্রিয়া দুই বিচ্ছেদের অধিক বিচ্ছেদে উচ্চারিত হয়, যেমন সামালন এসকলকে পূর্ব্ব লিখিত সর্ব্ব সাধারণ নিয়মের অন্তঃপাতী জানিবে, অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে তৃতীয়পুরুষে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে কেবল নকারের লোপ হয়, যেমন বাখানেন ইহার স্থানে বাখানে, আর [illegible] ইহার স্থানে [illegible], এইরূপ প্রয়োগ হইয়

থাকে। তৃতীয় পুরুষের তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে, সে, ও, এ, যে, ইত্যাদির ভূরি প্রয়োগ হইয়া থাকে একারণ ইহার সহিত অন্বিত ক্রিয়ারও বহুপ্রকার পরিবর্ত্ত হয়, এনিমিত্ত ইহা বিশেষরূপে লিখিত হইল।

আমি ইহার স্থানে ইতর লোকে মুই কহিয়া থাকে, কিন্তু ইহার সহিত অন্বিত ক্রিয়ার রূপের পরিবর্ত্ত হয় না, যেমন আমি মারি, অথবা মুই মারি, আমি অথবা মুই মারিলাম, আমি অথবা মুই মারিব, অতএব এবিষয়ে অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই।

হইতে ও হইয়া আর যাইতে ও গিয়া ইহাদের আছন ক্রিয়ার সহিত সংযোগ হইলে অন্য চারি প্রকার প্রয়োগহয়, যেমন হইতেছি ও যাইতেছি ইত্যাদি। হইতে ছিলাম ও যাইতে ছিলাম ইত্যাদি। হইয়াছি ও গিয়াছি ইত্যাদি। হইয়াছিলাম ও গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

অভাবার্থ।

গৌড়ীয়ভাষাতে নির্দ্ধারণ প্রকারে ক্রিয়াপদের অন্তে 'না' সংযোগদ্বারা অভাবার্থ প্রতীত হয়।

বর্ত্তমান কাল।

আমি আমরা করিনা, তুমি তোমরা করনা, তিনি তাঁহারা করেন না, উক্তরূপে এইবর্ত্তমানকাল অতীতকালের

অর্থেও প্রয়োগ হয় যেমন আমি করিনু, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে এবং অতীত কালে করিনু, কিন্তু যখন না স্থানে নাই প্রয়োগ হয়, তখন অতীত কালীয় ক্রিয়ার অভাব নিশ্চিত রূপে অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি করিনাই, অর্থাৎ কদাপি করিনাই, অতএব এই বর্ত্তমান কালীয় অভাব পদ অতীত কালের অর্থে দুইপ্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিযোজন প্রকারের বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াতে 'না' প্রয়োগ হইলে ঐ ক্রিয়াতে বক্তার প্রার্থনা অভিপ্রেত হয়, যেমন করনা, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তুমি এ কর্ম্ম কর, করুন না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তিনি করেন, কিন্তু নিযোজন প্রকারের ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াতে 'না' সংযোগ হইলে বর্ত্তমান কালেরও নিষেধ অভিপ্রেত হই-বেক, যেমন করিওনা, যাইওনা, অর্থাৎ এক্ষণেও না যাও, পরেও না যাও। নির্দ্ধারণ ও নিযোজন ও সংযাচন প্রকা-রের ক্রিয়া ব্যতিরেকে সর্ব্বত্র 'না' ইহার সংযোগ পদে প্রায় হয় না পূর্ব্বে হয়, যেমন যদি না হয় যদি না যায় নাকরিতে নাকরিয়া নাকরিলে নাকরা ইত্যাদি। কেবল সংযোজন প্রকারে প্রথম ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রায় 'না' আসিয়া থাকে, আর পরের ক্রিয়াতে প্রায় পরে আইসে। যদি

আমি না যাই তবে তিনি আসিবেন না, যদি আমি তোমাকে না দেখিতাম তবে তুমি আসিতে না।

আছি, আছ, আছেন এই তিন বর্ত্তমানকালীয় পদের অভাব অর্থ অভিপ্রেত হইলে কেবল ' নাই ' শব্দ প্রয়োগ হয়, যেমন আমি নাই, তুমি নাই, তিনি নাই। সেইরূপ ' নহি ' ' নহে ' এই দুই শব্দ ক্রিয়ার অভাবার্থে বর্ত্তমান কালীয় প্রথমপুরুষ স্থানে ব্যবহারে আইসে, 'নহ' 'নও' দ্বিতীয় পুরুষ স্থানে, ' নহেন ' ' নন ' ইহা তৃতীয় পুরুষ স্থানে ব্যবহার করাযায়, যেমন আমি নহি, আমি নই, তুমি নহ, তুমি নও, তিনি নহেন, তিনি নন, ইত্যাদি।

কর্ম্মণি বাচ্য।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ কর্ত্তৃপদ স্থানীয় হয়, যেমন তিনি ধরাগেলেন, গৌড়ীয় ভাষাতে অন্য২ সাধু ভাষার ন্যায় কর্ম্ম প্রয়োগে পৃথক ক্রিয়াপদে বিশেষ নাই, কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম পদের বিশেষণরূপে মারা ধরা ইত্যাদিকে যাই ইত্যাদি ক্রিয়ার সহিত সংযোগ করিয়া সেই অর্থকে সিদ্ধ করে। যে সংজ্ঞা কিম্বা প্রতি সংজ্ঞা যাহা কর্ম্ম রূপে ক্রিয়াপদের সহিত ঐক্য থাকে তাহারই সহিত যাই ক্রিয়ার তাবৎ কালের প্রত্যেক পদে অন্বয় করাযায়, যেমন নির্দ্ধারণ প্রকারে, আমি মারা যাই, তুমি মারাযাও,

তিনি ধরা যান। আমি ধরা গেলাম, তুমি ধরাগেলে, তিনি ধরাগেলেন। আমি ধরা যাইব, তুমি ধরাযাইবে, তিনি ধরা যাইবেন। আমি ধরা যাইতেছি, আমি ধরা যাইতে ছিলাম, আমি ধরা গিয়াছি, আমি ধরা গিয়াছিলাম। সংযোজন প্রকারের অতীত কালে আমি ধরা যাইতাম ইত্যাদি। সংযাচন প্রকারে আমি ধরাযাই আমি ধরা যাইব।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান। তুমি ধরাযাও, তিনি ধরা যাউন।

ভবিষ্যৎ। তুমি ধরা যাইও।

চতুর্থ ও কর্ত্তৃনিষ্ঠবর্ত্তমান।

ধরা যাইতে।

ত্বাচ।

ধরা গিয়া।

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

ধরাগেলে।

প্রথম নামধাতু। ধরাযাওয়া, ধরাযাওয়ার, ধরাযাওতে।

দ্বিতীয় নাম ধাতু। ধরা যাইবা, ধরাযাইবাতে, ধরাযাইবার।

তৃতীয় নাম ধাতু। ধরাযাওন, ধরাযাওনের, ধরাযাওনে।

যদ্যপিও অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ নাই, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে তৃতীয় পুরুষের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যেমন চলাযায়, খাওয়াযায়, বসাযায় ইত্যাদি। চলাযায় ইহা প্রায় চলা যাইতে পারে ইহার সহিত সমানার্থ হয়। চলাগেল অর্থাৎ চলন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই রূপ পদ সকর্ম্মক ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হয়, যেমন করাযায়, মারাযায়, ইহাও কেবল তৃতীয় পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল ক্রিয়া নিষ্পন্নমাত্র হইল ইহা বুঝায়। কর্ম্মণি বাচ্যে বিশেষত ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়াকর্ত্তার উল্লেখ না হইলে উত্তম পুরুষই প্রায় তাহার কর্ত্তা বোধহয়, যেমন-টাকা দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ আমার দ্বারা টাকা দত্ত হইবেক ইত্যাদি।

যখন দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মণি বাচ্যে রূপ করাযায়, * (যাহার বিবরণ করা গিয়াছে) তৎকালে যে মুখ্য কর্ম্ম অভিপ্রেত হইবেক, তাহাই উক্ত হয়, আর দ্বিতীয়কর্ম্ম কর্ম্মপদের ন্যায় থাকিবেক, যেমন রামকে টাকা দেওয়াগেল, এ স্থানে টাকা যে মুখ্য কর্ম্ম তাহাই উক্ত হইল, 'রামকে' যাহা দ্বিতীয়কর্ম্ম হয়, সে পূর্ব্ববৎ থাকিল।

---

* ৮ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে

নিজন্ত।

নিজন্ত ক্রিয়াসকলের রূপ কর্তৃবাচ্যে যে নিয়মে হয় ৩ তাহার বিবরণ করাগিয়াছে কিন্তু অর্থবোধের কাঠিন্য প্রযুক্ত কর্ম্মণি বাচ্যে তাহার প্রয়োগ প্রায় হয়না, কদাচিৎ নিজন্তক্রিয়া যাইতেছে এই তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়াতে সংযুক্ত হইয়া তৃতীয় পুরুষের স্থানীয়রূপ হয়, যেমন দেখান যাইতেছে, অর্থাৎ দেখান ক্রিয়া হইতেছে।

মরণ ক্রিয়া ব্যতিরেকে যাবৎ অকর্ম্মক ধাতু আছে তাহার কর্ত্তা ঐ ক্রিয়ার নিজন্ত অবস্থায় কর্ম্মহয়, যেমন রাম চলেন, রামকে চালাই। সেই রূপ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা ঐ ক্রিয়া নিজন্ত হইলে তাহার কর্ম্ম হয়, যদি ঐ নিজন্ত অবস্থাতে ক্রিয়া তাহাকে ব্যাপে, নতুবা নিজন্ত ক্রিয়ার করণ হয়, যেমন রাম খান, আমি রামকে খাওয়াই, এ স্থলে খাওয়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিয়াছে একারণ রাম কর্ম্ম হইল। রাম ঘট গড়েন, আমি রামের দ্বারা ঘট গড়াই, এ স্থলে গড়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিল না, এ নিমিত্ত রাম করণ হইল।

ক্রিয়ার আদিস্বর 'ই' কিম্বা 'উ' হইলে তাহার নিজন্ত অবস্থায় 'ই' একারে, 'উ' ওকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন লিখি, লেখাই, উঠি, ওঠাই ইত্যাদি।

---

৩. ৮২ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে।

প্রশ্ন প্রকরণ।

ক্রিয়ার শেষস্বরের গুরু উচ্চারণ দ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, ক্রিয়ার আকারের প্রভেদ কিম্বা অন্য কোন অব্যয় কিম্বা কোন শব্দ সংযোগের প্রয়োজন রাখেনা, যেমন তুমি যাইতেছ। তুমি গিয়াছিলে। আর কখন প্রশ্ন-দ্যোতক শব্দ যে 'কি' তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কখন বা ক্রিয়ার পরে 'কিনা' অথবা ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'কি' অন্তে 'না' কিম্বা ক্রিয়ার অন্তে কেবল 'না' শব্দ নিঃক্ষেপদ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, যেমন তুমি কি যাবে। তুমি যাবে কি। তুমি কিনা যাবে। তুমি কি যাবে না। তুমি যাবে না। আর কি স্থানে কখন 'নাকি' প্রয়োগ করাযায় যখন প্রশ্ন কর্ত্তা ক্রিয়া বিষয়ের কোন উল্লেখ জানিয়া থাকে, যেমন-তুমি নাকি যাবে। অর্থাৎ তোমার যাইবার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি তদর্থে প্রশ্ন করিতেছি।

কখন ক্রিয়া দ্বিরুক্ত হয় তাহার এক ভাবার্থে দ্বিতীয় অভাবার্থে হইয়া থাকে, আর প্রশ্নের দ্যোতক কি শব্দকে তাহাদের মধ্যে রাখাযায়, যেমন তুমি যাবে কি না যাবে অর্থাৎ তুমি যাবে কিনা।

নিয়মের অতিক্রম।

থাকন ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কাল যদি অন্য কোন ক্রিয়ার ভাবের সহিত সংযুক্ত হয় তবে অতীত কালের ক্রিয়োৎ-

[illegible] রূপে কহে, যেমন আমি তাহাকে মারি-য়া থাকিব, অর্থাৎ আমার অনুমান হইতেছে যে আমি তাহাকে মারিয়াছি।

আইসন ক্রিয়ার ইকার চ্যুত হয়, যেমন আমি আসিলাম, আমি আসিব, কিন্তু নির্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান কালে এবং নিযোজন প্রকারের বর্ত্তমান দ্বিতীয় পুরুষে ইকারের চ্যুতি হয়না, যেমন আমি আইসি, তুমি আইস তিনি আইসেন। সেইরূপ আইসন ক্রিয়ার 'স' কথোপকথনে অতীত কালে এবং সম্ভাব্য ক্রিয়ার ভূরিস্থলে লোপ হয়, যেমন আমি আইলাম, তুমি আইলে। দেওন ক্রিয়া যদ্যপিও দ্বিতীয় প্রকারীয় হয় তথাপি ইহার স্থানে দন্ আদেশ হইয়া রূপ হয়, যেমন আমি দি, আমি দিলাম, কিন্তু নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে এবং নিযোজন প্রকারে ও নাম ধাতু পদে পূর্ব্বের নিয়মানুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন দি, দেন, দেয়, দেও, দেউন ও দেউক, দেওয়া। সেইরূপ নেওন অর্থাৎ গ্রহণ কিম্বা ধরণ তাহার রূপ দেওন ক্রিয়ার ন্যায় জানিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের লিখিত স্থান সকলে নিন্ আদেশ হয়, যেমন আমি নি, আমি নিলাম, আমি নিব, এবং নেও, নেউন ইত্যাদি।

লওন গ্রহণ কিম্বা অঙ্গীকার করণ যাহা দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, এ কারণ তদনুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন লই, লও, লন ইত্যাদি।

কোন২ ক্রিয়ার প্রথম স্বর উকার, নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান কালের তৃতীয় পুরুষে ও নিয়োজন প্রকারে দ্বিতীয় পুরুষে এবং নামধাতু পদে ওকারের সহিত পরিবর্ত্ত হয়, যেমন সে ধোয়, তুমি ধোও, ধোয়া, ইহা ধুওন ধাতুর রূপ হইল। পেওন দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, পরের লিখিত পদের রূপ হইয়া থাকে, যেমন পেও, পিতেছে, পিতেছিল, পিয়াছে, পিয়াছিল পিবেক, পিয়া পিলে, পিবার। এই সকল স্থলে দেওন ক্রিয়ার ন্যায় ইহার রূপ হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

যে সকল বিশেষণপদ ক্রিয়াগতকালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহা যায়, যেমন তিনি পাঠকরত বাহিরে গেলেন অর্থাৎ তিনি এই কর্ত্তৃপদ পঠন ক্রিয়া সাপেক্ষ হইয়া গমন বিশিষ্ট হইলেন।

গৌড়ীয় ভাষাতে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত ' আ ' কিম্বা ' ওয়া ' প্রত্যয়ের যোগ হইলে সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রতীতি হয়, যেমন মারা পড়িল, এস্থলে মারা এই পদ কর্ম্ম।

কখন ঐ কর্ম্ম গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় পূর্ব্বে আইসে, যেমন চোরা দ্রব্য আনিয়াছে-এ উত্তম লেখা পুস্তক হয়। কখন যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া উভয় মিশ্রিত হইয়া, কর্ম্মণি বাচ্য হয়, যেমন নদী দেখা যাইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ৭১ পৃষ্ঠে কর্ম্মণি বাচ্য প্রকরণে দেখিবে।

সংস্কৃত কর্ম্মণি বাচ্য প্রত্যয় সকল যাহার শেষে তকার কিম্বা তব্য থাকে, তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায়ব্যবহারে আইসে, যেমন হতবুদ্ধি, বক্তব্য কর্ম্ম। সেইরূপ যাহার শেষে ' অনীয় ' কিম্বা ' য় ' থাকে, যেমন দানীয়, দেয় ইত্যাদি।

যে সকল ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যাহার শেষে ' আ ' কিম্বা ' ওয়া ' না থাকে তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে চারি প্রকার হয়, যেমন মারিতে, করত, মারিয়া, দেখিলে।

এই চারি প্রকার কর্ত্তৃবাচ্য প্রত্যয়ের মধ্যে প্রথম প্রত্যয় ' ইতে ' পর্য্যবসান হয় ইহাকে কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান কহি, যেহেতু ইহার ক্রিয়ার কাল আর এ যে ক্রিয়ার

সাপেক্ষ হয়, তাহার কালের সহিত সমান কাল হয়,যেমন রাম তাহাকে ভূমির উপর পড়িতে দেখিলেন,অর্থাৎ দেখন ক্রিয়ার ও পড়ন ক্রিয়ার কাল একই হয়। ইহা যখন পুনরুক্ত হয় তখন ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কিম্বা আতিশয্যকে প্রতীতি করে; যেমন সে আপন শত্রুকে মারিতে২ নগরে প্রবেশ করিল, সে চলিতে২ মৃতপ্রায় হইল, কিন্তু লিপিতে ইহার প্রযোগকে সাধু প্রয়োগ জানেন না।

করা যে নাম ধাতু তাহার আভাগ স্থানে 'অত' আদেশ হইলে করিতে এই কর্ত্তৃবাচ্য প্রত্যয়ের পুনরুক্তি সমানার্থ হয়, যেমন তিনি শত্রুকে প্রহার করত বাহিরে গেলেন, অর্থাৎ তিনি শত্রুকে প্রহার করিতে২ বাহিরে গেলেন। এদ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান হয় এবং পরে যে ক্রিয়ার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কর্ত্তাই ইহার কর্ত্তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব উদাহরণে গেলেন ক্রিয়ার যে কর্ত্তা সেই প্রহার করত ইহার ও কর্ত্তা হয়, আর অনিয়ম সংযোগের ন্যায়, যাহা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বদা বিভক্তি রহিত কোন শব্দ থাকে যাহা ঐ উদাহরণে প্রহার পদ বিভক্তি রহিত রহিয়াছে কিন্তু যে কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমানের 'ইতে' পর্য্যবসান হয়, তাহার পরের ক্রিয়ার সহিত এক কর্ত্তৃত্বের সর্ব্বদা নিয়ম নাই, যেমন তিনি তথায় না যাইতে আমি যাইব।

তৃতীয় প্রত্যয় যাহার 'ইয়া' দ্বারা সমাপ্তি হয়, ইহাকে ক্ত্বাচ কহি, যেহেতু পরের ক্রিয়া যাহার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কালের পূর্ব্বে ইহার কাল অভিপ্রেত হয় আর এই ক্ত্বাচ ও ইহার অন্বিত ক্রিয়া এ দুয়ের কর্ত্তা এক হইয়া থাকে, যেমন তিনি পুনঃ২যুদ্ধ করিয়া নানা দুঃখ পাইয়া শত্রুকে, জয় করিলেন। এস্থলে জয় করিবার কর্ত্তা ও যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার কর্ত্তা একহয় এবং জয় করিবার যে কাল তাহার পূর্ব্ব কাল যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার হইল।

চতুর্থ প্রকার প্রত্যয় যাহার 'ইলে' দ্বারা সমাপন হয়-যেমন করিলে, দেখিলে ইত্যাদি ইহাকে সম্ভাব্য ক্রিয়া কহি যে হেতু ইহা এক প্রকার সংযোজন প্রকারের প্রতিনিধি হয় ও সম্পূর্ণ অর্থ বোধের নিমিত্ত ক্রিয়ান্তরকে অপেক্ষা করে, যেমন তিনি আমাকে মারিলে আমি মারিব, অর্থাৎ যদি তিনি আমাকে মারেন তবে আমি তাঁহাকে মারিব, তিনি মারিলে আমি তাঁহাকে মারিতাম, অর্থাৎ তিনি যদি মারিতেন তবে আমি তাঁহাকে মারিতাম। এই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় হয় আর ইহার পূর্ব্বস্থিত নাম কর্ত্তৃপদ হয় তাহা কখন তৎসহিত থাকে কখন বা অধ্যাহৃত হয় কেবল 'ইতে' ইহাতে

যাহার পর্য্যবসান হয়, তাহার কর্ম্ম পদ কখন বা পূর্ব্বে স্থিতি করে যেমন তাঁহাকে মারিতে দেখিলাম।

কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান যাহার পর্য্যবসান ' ইতে ' ইহাতে হয় এবং ক্ত্বাচ যাহার পর্য্যবসান ' ইয়া ' ইহাতে হয়, এবং সম্ভাব্য ক্রিয়া যাহার পর্য্যবসান ' ইলে ' ইহাতে হয়, এ তিন অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতেও নিঃসৃত হয় যেমন শুইতে, শুইয়া, শুইলে, সুতরাং পূর্ব্বমত ইহারা অব্যয় হয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ক্রিয়া প্রকরণে যে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে তৎদ্বারা বিদিত হইবেক যে ঐ চারি প্রকার প্রত্যয়ান্ত পদ তাবৎ ক্রিয়া হইতে রচিত হইয়া থাকে অতএব অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাকে অকর্ম্মক কহি আর সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে সকর্ম্মক কহি যেমন তিনি শুইলে, আমি শুইব, এ সংবাদ জানিয়া স্তব্ধ হইলাম।

সংস্কৃত কৃদন্ত যাহা ' তা ' কিম্বা ' অক ' অথবা ' অন ' ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন দাতা, সেবক, ভোজন ইত্যাদি। তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যরূপে ব্যবহারে আসিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

বাক্যের অন্তর্গত কোনং বিশেষণের অবস্থা যাহার দ্বারা ব্যক্তহয় তাহাকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি, সেই বিশেষণ গুণাত্মক কিম্বা ক্রিয়াত্মক অথবা কৃদন্ত কথন বা বিশেষণীয় বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন তিনি অত্যন্ত সুখী হন, তিনি শীঘ্র যাইতেছেন, তিনি তথায় ঝটিতি যাইয়া পুনরায় আইলেন, তিনি অত্যন্ত শীঘ্র গেলেন।

বিশেষণীয় বিশেষণ সকল প্রায়ই অব্যয় হয়, কিন্তু কোন বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যবহারে আইলে, উহার পরে 'ই' কিম্বা 'ও' ইহার সংযোগ হইয়া থাকে যেমন এখনই যাও অর্থাৎ এইক্ষণমাত্রে, যাও এখনও আইলেন না, অর্থাৎ পূর্ব্বে আসা দূরে থাকুক এ পর্য্যন্ত আইলেন না।

গৌড়ীয় ভাষাতে কতিপয় শব্দ এরূপ হয় যে কখন বিশেষণীয় বিশেষণরূপে প্রয়োগে আইসে, কখন গুণাত্মক বিশেষণরূপে কখন বা বিশিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা যায়, যেমন তোমার যাইবার পূর্ব্ব তিনি আসিয়াছেন, এবাক্যে পূর্ব্ব শব্দ বিশেষণীয় বিশেষণ হইল, পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিয়াছি, এরূপ বাক্যে পূর্ব্ব শব্দ কেবল বিশেষণ হইয়াছে।

অনেক শব্দ যাহার বিশেষণীয় বিশেষণরূপে প্রয়োগ হয়, বিশেষতঃ যাহারা স্থান কিম্বা সময়কে কহে সে সকল শব্দ অধিকরণ চিহ্ন যে 'এ' 'এতে' 'য়'গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন পর, পরে, নিকট নিকটে, ইত্যাদি।

পরের গণিত শব্দ সকল যাহা প্রায় ভূরি প্রয়োগে আইসে তাহা সকল বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, তাহার উদাহরণ ও এই স্থলে ভূরি দেওয়া যাইতেছে। একবার, যেমন একবার দেও, অর্থাৎ দান ক্রিয়ার একাবৃত্তি বুঝায়, এইরূপ দুইবার তিনবার ইত্যাদি, একেবারে, যেমন সকল একেবারে দেও, অর্থাৎ দেয় বস্তুর সাকল্যকে এবং সকৃদা-বৃত্তিকে বুঝায়, এইরূপ দুইবারে তিনবারে ইত্যাদি। বারং, পুনঃ২, আরবার, পনর্ব্বার, পুনরায়, এই সকল শব্দ প্রায় একার্থ হয়। প্রথমে, যেমন তাহাকে প্রথমে দেও, শেষে, সর্ব্বশেষে, যেমন এসন্তান সর্ব্বশেষে জন্মিয়াছে। মধ্যে, মাঝে, দুই একার্থ, ক্রমে, ক্রমে২, অল্পে২ যেমন তিনি ক্রমে২ শত্রুর রাজ্য জয় করিলেন। ধীরে অথবা ধীরে২ প্রায় দুই একার্থ, মন্দ২ যেমন বায়ু মন্দ২ বহিতেছে। শীঘ্র, ত্বরায়, বেগে, প্রায় একার্থশব্দ হয়। অতি, অতিশয়, অত্যন্ত, অতি বাদ, এসকল শব্দ গুণের কিম্বা ক্রিয়ার অবস্থার বাহুল্যকে কহে, ইহারা অন্য বিশেষণীয় বিশেষণ শব্দের আধিক্য

[illegible]ধের নিমিত্ত তাহার সঙ্গে আসিয়া থাকে, যেমন অতিশীঘ্র যাইতেছেন, অতিধীরে রথ চলিতেছে, অতিপ্রাতে অত্যন্ত রৌদ্র, অতিশয় ক্রোধ, এমতস্থলে অতি প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ সকল গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় প্রযুক্ত হয়।

এথা, আর এথায়, সেথায়, যথায়, তথায়, যেমন তুমি যথায় থাকিবে, আমি তথায় থাকিব, কখন তথায় ইহা [illegible] হয়, যেমন যথায় তুমি যাইবে, আমি যাইব, অর্থাৎ তথায় আমি যাইব। যথা তথা, অথবা যেথা সেথা, কখন অগৌরব স্থানকেও বুঝায়, যেমন ইহা বিশিষ্ট লোকের কর্ত্তব্য নহে, যে যথা তথা গমন করেন। কোথা, কোথায়, ইহার প্রয়োগ প্রশ্নে হয়, যেমন কোথায় গিয়াছিলে, এখানে, এথায়, দুই সমানার্থ সেইরূপ যেখানে যথায় ও সেখানে তথায় ইহা ও সমানার্থ হয়। ওখানে অনতিদূর স্থানেতে বুঝায়।

দূরে, নিকট, নিকটে, সম্মুখে আগে, সাক্ষাতে, পশ্চাৎ, পশ্চাতে, পাছে, পার্শ্বে, পাশে অনুসারে ইত্যাদি শব্দ সকল কোন এক পূর্ব্বের ষষ্ঠ্যন্ত নামের অপেক্ষা করে, যেমন রামের নিকট যাও, তাহার পশ্চাতে চলিল ইত্যাদি

[illegible], এখন, আজি, পূর্ব্ব, পূর্ব্বে, পর, পরে, কালি, কল্য, পরশ্ব প্রভাতে প্রত্যূষে, সকালে, ভোরে, প্রাতে, বৈকালে,

রাত্রে, রাত্রিতে, রাত্রিকালে, দিবাতে, দিবাভাগে, দিবসে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, বেলায়, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহে, প্রতিমাস, প্রতিবর্ষ, সদা, সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণ, ইত্যাদি শব্দ সকল কাল বাচক বিশেষণীয় বিশেষণ হয়। কদাচ অর্থাৎ কোন এক সময় ইহার প্রয়োগ প্রায় অভাবের সহিত হয় যেমন কদাচ দিবনা ইত্যাদি, আর কদাচিৎ অর্থাৎ কোন এক অল্প সময়, যেমন কদাচিৎ এরূপ হয় ইত্যাদি। যাবৎ, যেপর্য্যন্ত, তাবৎ, সেপর্য্যন্ত। কোন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে যাবৎ কিম্বা তাবৎ শব্দ থাকিলে সমুদায় বাচক হয় সুতরাং গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন যাবৎ বস্তু এ সংসারে দেখি সকল নশ্বর, তাবৎ মনুষ্য দুঃখভাগী হন,। যখন এশব্দের নিয়ত তখন শব্দ হয়, যেমন তুমি যখন যাইবা, তখন আমি যাইব, কবে অর্থাৎ কোন দিবস, কখন অর্থাৎ কোন সময়, সর্ব্বদা প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়, তবে শব্দ সংযোজন প্রকারে পরের ক্রিয়ার সহিত প্রায় আসিয়া থাকে ইহার বিবরণ পূর্ব্বে আছে।

যত ইহার নিয়ত তত শব্দ হয়। এত, কত, কেন, ন্যায়, যেমন, কেমন, ইত্যাদি শব্দও এইপ্রকরণে গণ্য যায়। যেমন ইহার নিয়ত তেমন শব্দ হয়, এমন অর্থাৎ

প্রকার কেমন অর্থাৎ কিপ্রকার, যেমন কেমন আছেন, তিনি কেমন মনুষ্য হন, কেমনে অর্থাৎ কিপ্রকারের, যেমন কেমনে তাহাকে পাইব।

কিছু, অধিক, যথেষ্ট, না, নাই, নহে, হঠাৎ দৈবাৎ অকস্মাৎ, বুঝি, ভাল, যথার্থ, হাঁ, বটে, পরস্পর, পরম্পরায়, অধিকন্তু, পূর্ব্বাপর এ সকল শব্দও এপ্রকরণে গণনা করাযায়, গুণবাচক শব্দের পরে 'পূর্ব্বক' ইহার প্রয়োগ দ্বারা বিশেষণীয় বিশেষণের তাৎপর্য্য অনেক স্থানে ব্যক্ত করাযায়, যেমন তিনি ধৈর্য্যপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, বিচক্ষণতাপূর্ব্বক আপন পরিবারের প্রতিপালন করিতেছেন।

যেং শব্দ 'খান' ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন সেখান আর তথা, যথা, ইত্যাদি। যেং শব্দের 'খন' ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন এখন, তখন, ইত্যাদি, এবং পূর্ব্ব, কল্য, কালি পরশ্ব, আজি, আপন, এসকলের পরে সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত 'কার' প্রত্যয় হইয়া থাকে, যেমন সেখানকার সমাচার, তথাকার বৃত্তান্ত এখনকার মনুষ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধীয় বিশেষণ।

যেশব্দ অন্য শব্দের পূর্ব্বে বা পরে উচিত মতে স্থিত হইলে তাহার সহিত অন্য নাম কিম্বা ক্রিয়ার সম্বন্ধকে বোধ করায় তাহাকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি।

যেমন সে নগর হইতে গেল এস্থলে নগরের সহিত গমনের সম্বন্ধ বুঝাইল, অর্থাৎ গমনের আরম্ভ নগর অবধি হয়। রামহইতে রাজা পত্র পাইলেন এস্থলে 'হইতে' এইসম্বন্ধীয় বিশেষণ পত্রের সহিত রামের সম্বন্ধ বুঝাইলেক অর্থাৎ রামের লিখিত অথবা প্রস্থাপিত পত্রছিল। রামের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ আছেন, এস্থলে প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ রামের সহিত ক্রোধের সম্বন্ধ দেখাইলেক অর্থাৎ রামের উদ্দেশে ক্রোধ হইয়াছে। সহিত, এইশব্দ একের সঙ্গে অপরের একত্র হওনকে বুঝায় আর পূর্ব্বের সংজ্ঞাকে কিম্বা প্রতিসংজ্ঞাকে ষষ্ঠ্যন্ত করায় যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়াছে, আমার সহিত আইস।

বিনা, সহিতের বিপরীতার্থকে কহে, অর্থাৎ দুই বস্তুর একত্র হওনের অভাবকে বুঝায়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ কর্তৃপদবৎ হয় যেমন ধর্ম্মবিনা জীবন বৃথা হয়। তিনি বিনা কে রক্ষা করিতে পারে।

'হইতে' 'থেকে' পার্থক্যার্থে প্রয়োগ হয়, যদিও সেপার্থক্য কখন লক্ষ্য হয়, ইহার পূর্ব্বে যে শব্দ তাহা হইতে পার্থক্য বুঝায় এবং সে শব্দ কর্ত্তৃ পদের ন্যায় হয়, যেমন বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে তোমাহইতে কেহ কষ্ট পায়না। তিনি ঘরথেকে বাহিরে গেলেন কখন কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধকে বুঝায়, যেমন কুম্ভকার হইতে ঘট জন্মে, কখন অপেক্ষাকৃত ন্যূন অর্থ বুঝায়, যেমন রাম হইতে শ্যাম পটুতর হন।

'দ্বারা' শব্দ করণের অর্থ বোধক হয়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ প্রায় ষষ্ঠ্যন্ত হয়, যেমন হস্তের দ্বারা তিনি মারিলেন, দিয়া এ শব্দও দ্বারার সমানার্থ হয় কিন্তু ইহার পূর্ব্বের নাম কর্ত্তৃ পদের ন্যায় হয় যেমন ছুরিদিয়া লেখনী প্রস্তুত করিলেন।

প্রতি শব্দ কর্ম্মের অর্থ বোধক হয় এবং যাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ অভিপ্রেত হয়, তাহার প্রয়োগ ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে যেমন তিনি রামের প্রতি দয়া করেন।

'পানে' এশব্দ নৈকট্য বোধক হয়, কিন্তু ঐ নৈকট্য [illegible] [illegible] ব্যাবহারিক হইয়া থাকে, যেমন রামের পানে [illegible] করিলেন, গাছের পানে তীর গেল 'উপর' ঊর্দ্ধভাগকে কহে, কখন তাহার লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, এবং

যাহার ঊর্দ্ধভাগ বিবক্ষিত হয় সে ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন পর্ব্বতের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তোমার উপর একশত টাকা হইয়াছে।

'হইতে' এবং 'কর্তৃক' এই দুইশব্দের যোগে আমি স্থানে আমা, তুমি স্থানে তোমা, সে স্থানে তাহা, এ স্থানে ইহা, ও স্থানে উহা, যে স্থানে যাহা, কে স্থানে কাহা, আদেশ হইয়া থাকে, যেমন আমাহইতে, তোমাহইতে, আমাকর্তৃক, তোমাকর্তৃক, ইত্যাদি।

কিন্তু 'প্রতি' এই সম্বন্ধীয় বিশেষণের পূর্ব্বে ঐ সকল আদেশ বিকল্পে হয়, যেমন আমাপ্রতি, তোমাপ্রতি, আমারপ্রতি, তোমারপ্রতি, ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধীয় বিশেষণ সকল অব্যয় হয়, কিন্তু 'নীচে' 'মধ্যে' 'জন্যে' 'উপরে' 'ভিতরে' 'উচ্চে' ইত্যাদি কতিপয় শব্দ যদিও অধিকরণ পদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ইংরাজী বৈয়াকরণদের মতে এসকলও সম্বন্ধীয় বিশেষণের মধ্যে গণিত হয়, যেমন পৃথিবীর নীচে জল সর্ব্বদা পাওয়া যায়, তিনি সকলের উচ্চে স্থিতিকরেন, তোমাদের মধ্যে নীতি ভাল, সংসারের মধ্যে অনেক প্রকার বস্তু দেখাযায়, তোমার জন্যে আমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলাম, বৃক্ষের উপরে, ঘরের ভিতরে। কখন

[illegible] পদের ন্যায় ব্যবহার পাইবে এবং-কারক পুনর্ব্বার প্রয়োজন নাই বলায় বিশেষ্য শব্দের সহিত প্রয়োগ হয়, যথা নীচ ভূমি, উচ্চ স্থান, ইত্যাদি।

সঙ্গে, সাথে, ইহাদের সাহিত্য অর্থে প্রয়োগ হয়, আর ব্যতিরেক, ব্যতিরেকে, ইহারা বিনা এই অর্থে প্রয়োগ হয়, যেমন তোমার সঙ্গে, বা, তোমার সাথে, যাইব, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে, বা, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক বেদের অর্থ কেহ জানেনা ইত্যাদি।

অনেক সংস্কৃত শব্দ, যাহা গৌড়ীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ভূরি শব্দ সংস্কৃত সম্বন্ধীয় বিশেষণ অর্থাৎ উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হয় সে উপসর্গের পৃথক্ প্রয়োগ হয় না, এবং তাহারা সংখ্যাতে বিংশতি ও অব্যয় হয় ঐ সকলের যে শব্দের সহিত সংযোগ হয়, তাহার অর্থের প্রায় অন্যথা কিম্বা ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকে, যেমন দান এই শব্দ, আ এই উপসর্গের সংযোগ দ্বারা আদান হয় ও পূর্ব্বের অর্থকে বিপরীত করে, অর্থাৎ দেওনকে না বুঝাইয়া গ্রহণকে বুঝায়, জয়, পরা উপসর্গের সংযোগের দ্বারা পরাজয় হয়, এ স্থানে পূর্ব্বার্থের বিপরীতার্থ বোধ করায় অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ করা না বুঝাইয়া অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বুঝাইতেছে। নাশ ইহার 'বি' উপসর্গ যোগ দ্বারা

বিনাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং কার্য্যের আধিক্য বুঝায় অর্থাৎ বিশেষ নাশকে বোধ করায়। কোন কোন স্থলে উপসর্গ যোগ হইলেও পূর্ব্বার্থেরই প্রতীতি হয়, যেমন স্তুতি, প্রস্তুতি।

উপসর্গের অধীন কোন্২ শব্দ উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হয় ইহার জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে এনিমিত্ত উপসর্গের গণনা করা যাইতেছে, ১ প্র, যেমন প্রকাশ ইত্যাদি ২ পরা, পরামর্শ ইত্যাদি, ৩ অপ, অপকর্ম্ম ইত্যাদি, ৪ সং সংস্পর্শ ইত্যাদি, ৫ নি, নিয়ম ইত্যাদি, ৬ অব, অবকাশ ইত্যাদি, ৭ অনু, অনুমতি ইত্যাদি, ৮ নির, নিরর্থক ইত্যাদি, ৯ দুর, দুর্গম দুরন্ত ইত্যাদি, ১০ বি, বিপদ বিস্ময় ইত্যাদি, ১১ অধি, অধিপতি, ১২ সু, সুকৃত ইত্যাদি ১৩ উৎ উৎকৃষ্ট, ১৪ পরি, পরিচয় ইত্যাদি, ১৫ প্রতি, প্রতিকার ইত্যাদি, ১৬ অভি, অভিধান ইত্যাদি, ১৭ অতি, অতিক্রম ইত্যাদি, ১৮ অপি, অপিধান, ১৯ উপ, উপকার, ২০ আ, আকাঙ্ক্ষা।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

[illegible] পরিচ্ছেদ।

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ।

যে [illegible] শব্দ দুই বাক্যের অন্তর্গত হইয়া ঐ দুয়ের তাৎপর্য্যকে [illegible] সাহিত্যে বোধ করায় কখন বা [illegible] তে বিযুক্ত হইয়া এক ক্রিয়াতে ঐ [illegible] সম্বন্ধ বোধ জন্মায় তাহাকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন রাম এ নগরে বাস করিবেন যদি রাজাকে ধার্ম্মিক দেখেন। রাম নগরে গেলেন কিন্তু শ্যাম তাহার সঙ্গে গেলেন না। রাম ও শ্যাম উভয়ে বিজ্ঞ হয়েন, এ স্থলে 'যদি' শব্দের দ্বারা সাহিত্য 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা পার্থক্য 'ও' শব্দের দ্বারা সমতারূপে ক্রিয়াসম্বন্ধ বুঝাইল।

গৌড়ীয় ভাষাতে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ শব্দ সকল অব্যয় হয় তাহার গণনা করা যাইতেছে, এবং যে২ শব্দের প্রয়োগের নিশ্চয় হঠাৎ বোধ না হয় তাহার উদাহরণও দেওয়া যাইতেছে।

এবং, যদি, যদ্যপি, তবে, যে, যেমন তিনি কহিলেন যে তোমার সহিত তাঁহার শত্রুতা নহে। যেহেতু, কেননা, কারণ, অতএব, একারণ, এনিমিত্তে, ও, আর, কিন্তু, বরং, [illegible]পি, তত্রাপি, তবু, যেমন বরং আমি [illegible] কাল, তথাপি (তত্রাপি তবু) দুষ্ট রাজ্যে

থাকিবনা 'যদ্যপিও, যেমন যদ্যপিও ব্রাহ্মণ অতিশয় মান্য হন। কিম্বা, অথবা, বা, অনিশ্চয় স্থলে প্রয়োগ হয়, যেমন আমি বা যাই, তিনি বা না যান, ইত্যাদি। আমি তাহার বাটী যাইব না, যদিও (যদ্যপিও) তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলে অর্থাধিক্যার্থে যদ্যপিও, যদিও ইহার প্রয়োগ হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ সকল পদদ্বয়ের অন্বয় বোধে প্রযুক্ত হয়। কেবল, এবং, আর, ও, কিম্বা, ইহারা পদদ্বয়ের অথবা শব্দদ্বয়ের অন্বয় বোধে ব্যবহারে আইসে প্রথমের উদাহরণ, আমি পড়িতেছি এবং আমার ভ্রাতা পড়িতেছেন, দ্বিতীয়ের উদাহরণ, আমি আর আমার ভ্রাতা পড়িতেছি। তিনি থাকিবেন, কিম্বা আমি থাকিব, আমি অথবা তিনি থাকিবেন। 'ও' যখন সমুচ্চয়ার্থে এবং অর্থাধিক্য বিষয়ে কোন সংজ্ঞার কিম্বা প্রতি সংজ্ঞার পরে প্রযুক্ত হয় তখন অন্য একবাক্য সে উক্ত কিম্বা উহ্য হউক তাহার সহিত অন্বয় বোধক হয়, যেমন আমিও যাইব, অর্থাৎ তুমি যাইতেছ, এ বাক্য উহ্য হইয়াছে, তুমি যাই-তেছ, আমিও যাইব, আমাকেও তুচ্ছ করিলেক অর্থাৎ সে পূর্ব্বে অন্য সকলকে তুচ্ছ করিয়াছিল, এখন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ভাব বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বক্তার অন্তঃকরণের ভাবকে কখন বাক্যস্থিত হইয়া কখন বা কেবল স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া বোধ জন্মায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি, যেমন হায় আমি অযোগ্য কর্ম্ম করিলাম। এপ্রকার শব্দ সকল নানা বিধ অন্তঃকরণের ভাব সকল কহত নানা প্রকার হয় ইহার মধ্যে কতিপয় শব্দ চিন্তা অথবা বেদনাকে জানায়, যেমন হায়, আঃ, উঃ, ইত্যাদি। আর কয়েক শব্দ রক্ষার প্রার্থনাতে প্রয়োগ হয়, যেমন ত্রাহি, দোহাই ইত্যাদি। আহা, এ দয়ার সূচক হয়,। হা, খেদোক্তি। ছি, ঘৃণাবোধক, আচ্ছা, বাহবা, উত্তম, ইত্যাদি প্রশংসা সূচক, হাঁ, ইত্যাদি স্বীকারার্থ। হাঁ হাঁ, ঝটিতি বারণার্থ। মহাভারত, রামং, অযোগ্য বিষয়ের সূচক। আশ্চর্য্য, কিআশ্চর্য্য ইত্যাদি অদ্ভুত বোধক। আভিমুখ্য প্রার্থনাতে ও, হে, গো, রে, লো, ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহাকে সম্বোধক বোধক অব্যয় শব্দ কহিয়া থাকেন। লো, ইহার প্রয়োগ স্ত্রীলোকের সম্বোধনে, আর রে ইহার প্রয়োগ পুরুষের সম্বোধনে অসম্মানার্থে হইয়া থাকে, গো উভয় সম্বোধনে সামান্য আদুরে প্রয়োগ হয়, হে কেবল পুরুষ সম্বোধনে অথবা জন সমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয় এবং গো হইতেও

ন্যূনাদরে ব্যবহার করা যায়। ও, সর্ব্ব সাধারণ সম্বোধনে উক্ত হয় এবং সম্বোধ্যের পূর্ব্বে সর্ব্বদা আইসে, যেমন ও মহারাজ ও দুরাশয় ও ঠাকুর ইত্যাদি।

কিন্তু ও ভিন্ন সম্বোধন বাচক সকল শব্দ নামের পরে অথবা নিয়োজন প্রকার এবং সংযাচন প্রকারে ক্রিয়ার পরে কিম্বা প্রশ্নের সূচক বাক্যের পরে আসিয়া থাকে, যেমন ভাই হে, মা গো, মাগি লো, ভৃত্য রে, দেও হে, দেখ গো, খা রে, যা লো, খাবে নাহে, খাবে না গো, খাবি না লো, খাবি না রে, খাবে হে, খাবে গো, খাবিলো, খাবিরে. এই সকল কখন২ প্রশ্ন সূচক শব্দের পরে ও আইসে যেমন কি হে, কোন গো, কোথারে, কবে লো।

যদি 'ও' ঐ সম্বোধন শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় তবে এসকল সম্বোধন শব্দ নামের পূর্ব্বেও আসিয়া থাকে, যেমন ওহে ভাই, ও গো পণ্ডিত, ওলো মাগি, ওরে ভৃত্য। ঐ সকল সম্বোধন শব্দ 'ও' ইহার পূর্ব্ববৎ সংযুক্ত হইলে কখন২ স্বয়ং স্থিতি করে, নামের কিম্বা বাক্যাদির অপেক্ষা করে না, কিন্তু সম্বোধ্য প্রত্যক্ষ থাকিলে এরূপ প্রয়োগ হয় যেমন ওহে, ওগো, ওরে, ওলো,। যখন সম্বোধ্য পূজনীয় কিম্বা অতিমান্য হয় তখন 'হে' ইহার প্রয়োগ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বোধনে সংস্কৃতের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন হে সূর্য্য, হে লক্ষ্মি, হে মহারাজ ঐশ্বর্য্যে অন্ধ হইওনা।

দশম পরিচ্ছেদ।

এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্ততঃ দুই শব্দের অন্বয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া, উহ্য হউক কিম্বা উক্ত হউক, মিলিত হইয়া হয়, যেমন রাম যান। যদি ক্রিয়া সকর্ম্মক হয় তবে উহ্য কিম্বা উক্ত কর্ম্মের অপেক্ষা করে, যেমন রাম তাহাকে মারিলেন, ঐ নামের সহিত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ও ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়া বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ হইয়া এক বাক্যে অনেক শব্দের সঙ্কলন হইতে পারে, কিন্তু বাক্য দুই শব্দের ন্যূনে কদাপি হয় না। ভূরিশব্দ সঙ্কলিত বাক্যের উদাহরণ, দুর্ব্বৃত্ত প্রভু ভৃত্যকে আপন ঘরে কিম্বা পরের ঘরে অন্যায় পূর্ব্বক অতিশয় নিগ্রহ করে এবং তাহাকে পশুর ন্যায় বরঞ্চ পশু হইতে অধম জ্ঞান করে।

ক্রিয়ার সহিত অন্বিত যে নাম কিম্বা প্রতি সংজ্ঞা, তাহার শুদ্ধ নামের ন্যায় প্রয়োগ হয়, কিঞ্চিৎও বৈলক্ষণ্য থাকে না, তাহাকে অভিহিত পদ কহি, যেমন রাম যাইতেছেন।

অভিহিত পদের প্রথমপুরুষ, দ্বিতীয়পুরুষ, তৃতীয়পুরুষ ভেদেই ক্রিয়ার রূপান্তর হইয়া থাকে, লিঙ্গ এবং সংখ্যাতে কোন বিশেষ নাই, যেমন আমি যাইব, তুমি যাইবে, তিনি যাইবেন।

বাক্য প্রায় বিশেষ্য শব্দের অভিহিত পদে আরব্ধ হয়, কিন্তু যদি গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ থাকে তবে সুতরাং তাহার পূর্ব্বে আসিবেক, আর বাক্য শেষে সর্ব্বদা ক্রিয়া আসিয়া থাকে, কিন্তু বাক্যের অন্য অঙ্গ, যেমন ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ এবং সম্বন্ধীয় বিশেষণ ও সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ ও অন্তর্ভাব বিশেষণ, ইহাদের জন্যে বাক্যেতে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় নাই তাহাদের উদাহরণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা লেখা গিয়াছে তদ্দৃষ্টিতে তাহাদের প্রয়োগ করিবে, যেমন এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বন হইতে গ্রামের মধ্যে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া তথায় নানা উপদ্রব ভূরিকাল ব্যাপিয়া করিতেছিল পরে এক সাহসান্বিত মনুষ্য সেই পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেক সেই অবধি গ্রামের লোক স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক আপনং কর্ম্ম করিতেছে।

এ প্রকার বিশেষণীয় বিশেষণ, যেমন ভাল, মন্দ ইত্যাদি, তাহারা যুক্ত ও অযুক্ত ক্রিয়ার পূর্ব্বেই আইসে, যেমন সে ভাল লেখে, সে ইংরেজী ভাল পড়ে।

কখনং বাক্য, বিশেষত ক্ষুদ্র বাক্য, অভিহিত পদ ব্যতিরেকেও অন্য পরিণামের পদে আরব্ধ হয়, যেমন তাহাকে আমি কদাচ ত্যাগ করিব না। মনুষ্যের চরিত্র

অনুষ্যকে মান্য কিম্বা অমান্য করে, সুনীতি ব্যক্তির বিদ্যা অতিশোভার কারণ হয়। যাহাহইতে লোক নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না সে সুনীতি মনুষ্য হয়।

'তো' ইহা কথন২ কথোপকথনে এবং কবিতায় অভিহিত পদের অথবা তাহার ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়, যেখানে প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ জন্মে অথবা ক্রিয়াতে নিশ্চয় জানাইবার অভিপ্রায় থাকে, যেমন আমি তো যাই, অর্থাৎ আমি যাই যদ্যপিও কার্য্য সিদ্ধির নিশ্চয় নাই। আমি তো করিব অর্থাৎ আমি অবশ্যই করিব অন্যে করে বা না করে। কিন্তু অভিহিতপদ ভিন্ন অন্য কোন পরিণামের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রায় কোন বিশেষ অর্থ সূচক হয়না, কখন বা নিশ্চয়ার্থ বোধক হয়, যেমন তাহাকে তো দেখিব, অর্থাৎ তাহাকে অবশ্য দেখিব। সেইরূপ কথোপকথনে ও কবিতায় 'কো' ইহার সংযোগ অভাব ঘটিত ক্রিয়ার সহিত কদাচিৎ প্রযুক্ত হয় ইহাতে কোন অর্থান্তরের বোধ হয় না, যেমন আমি যাব না কো, অর্থাৎ আমি যাব না, আমি গেলেম না কো, অর্থাৎ আমি গেলেম না।

পরে লিখিত বাক্য সকলের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে বক্তা ও যাহার প্রতি বলাযায় এ উভয়ের মর্য্যাদানুসারে নানাপ্রকার

বাক্য প্রবন্ধ হয়, তাহার মধ্যে যে সকল ভাষাতে পারস্য শব্দ আছে তাহাদিগকে গৌড়ীয় ভাষাতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যেমন ভৃত্য অতি মর্য্যাদা-বান্ প্রভুর আদেশ জানিবার নিমিত্ত, এইরূপ কহিয়া থাকে যে এ ভৃত্য কিম্বা এ গোলাম হাজির আছে হজুর হইতে কি আজ্ঞা হয়।

প্রধান জাতীয় লোককে কোন প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষায় এরূপ কহিয়া থাকে যে ' অনেক দিবস ঐ পাদ পদ্ম ধ্যান করিতেছি, ঠাকুরের কৃপাবিনা নিস্তার নাই।

প্রধান মনুষ্যকে সাপেক্ষ ব্যক্তি এইরূপ কহিয়া থাকে যে এ পরিজন মহাশয়ের অনেক ভরসা রাখে।

মহাশয় এবং আপনি তুল্য মর্য্যাদাবান বিশিষ্ট লোকেরা পরস্পর কহিয়া থাকেন, এ দুই শব্দের সহিত তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে যাহা ৪১ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি, মহাশয় কিম্বা আপনি কি করিতেছেন।

আপন হইতে কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি তুমি পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং কখন২ সমান ব্যক্তির প্রতি ও পরস্পর অধিক সখ্যতা থাকিলে প্রয়োগ হয়, যেমন তুমি পত্র প্রস্তুত করিয়াছ।

সমাপ্ত।